রাঁচি, শুক্রবার

05:01:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>087 >> 19 Poush 1430 >>

epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮৭ >> << ১৯শে, পৌষ ১৪৩০>>

টোকিওতে ট্রেনে নারীর ছুরি হামলা, আহত ৩

টোকিও ঃ জাপানের রাজধানী টোকিওতে একটি ট্রেনে ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আটক হয়েছেন সন্দেহভাজন হামলাকারী এক নারী। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বুধবার রাত ১১টার কিছু আগে, টোকিওর আকিহাবারা স্টেশনে। টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র জানান, ঘটনার পর পর তাঁরা জরুরি কল পান। বলা হয়, ইয়ামানোতে লুপ লাইনে এক নারী ছুরি চালিয়ে তিনজনকে আহত করেছেন। টোকিও শহরের অন্যতম ব্যস্ত পরিবহন পথ (রুট) এটি। পরে পুলিশ গিয়ে ওই নারীকে আটক করে। কিয়োডো নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আহত তিনজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। তবে সন্দেহভাজন হামলাকারী ও আহত ব্যক্তিদের নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। ইস্ট জাপান রেলওয়ে কোম্পানি জানিয়েছে, ট্রেনে 'সমস্যা ঘটায়' ব্যস্ততম ওই পথে সাময়িক সময়ের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।

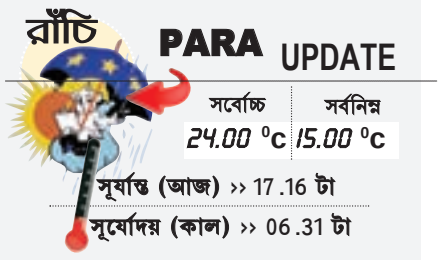

বাজার দর

SENSEX : 71847.57 +490.97
NIFTY : 21698.60 +490.97

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.16 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.31 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির তলবে তৃতীয় বারের জন্য হাজির হলেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লিঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় বুধবার ৩ জানুয়ারি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। কিন্তু তিনি হাজিরা দেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দল আম আদমি পার্টি বা আপ-এর তরফে জানানো হয়েছে, ইডির পাঠানো নোটিস অবৈধ এবং তার কোনও সারবত্তা নেই। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যেই তাকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। তাই তিনি কোনওভাবেই তদন্তকারী সংস্থার ডাকে সাড়া দেবেন না। এই নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থার তলব এড়ালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে ২০২৩ সালের ২ নভেম্বর এবং ২১ ডিসেম্বর ইডি ডেকে পাঠিয়েছিল তাকে। কিন্তু দু'বারের কোনও বারই হাজিরা দেননি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আপ-এর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হলেও তাদের আশঙ্কা কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে তদন্ত এবং জেরার নামে তাকে গ্রেফতার করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কেন নির্বাচনের ঠিক আগেই নোটিস পাঠানো হল? এটা আসলে কেজরিওয়ালকে নির্বাচনের প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা, অভিযোগ তুলে জানিয়েছে আপ। গত বছর, ২০২৩-এর এপ্রিল মাসে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল আরেক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তবে সিবিআই-এর তরফে তাকে 'অভিযুক্ত' বলা হয়নি। তারপরই তাকে সমন পাঠাতে শুরু করে ইডি। ইডির প্রথম নোটিস পাওয়ার পর থেকেই আপ-এর তরফে দাবি করা হচ্ছিল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্য রয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর। আপ-এর বেশ কয়েকজন নেতাও প্রথম থেকেই তেমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এর আগে ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াকে। এছাড়া গত বছর অক্টোবর মাসে মদ কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আপ-এর রাজ্যসভার সংসদ সদস্য সঞ্জয় সিংকে হেফাজতে নেওয়া হয়।

নীতীশ কি ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে আবার বিজেপির হাত ধরছেন!

নয়াদিল্লি (এজেন্সী)ঃ উত্তর ভারতের তীব্র শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এ মুহূর্তের সেরা রাজনৈতিক জল্পনা তাঁকে ঘিরে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আরেকবার তিনি বিজেপির হাত ধরতে চলেছেন কি না, সেই জল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। নীতীশ যদিও নির্বাক।

বিহারনরেশ নীতীশ কুমার নতুন বছরের রাজনৈতিক জল্পনার শীর্ষে হলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিরোধীশাসিত রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও ঝাড়খন্ডের হেমন্ত সোরেন। তাঁদের নিয়ে জল্পনার কারণ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) একের পর এক সমন জারি হওয়া। জমি বেচাকেনায় অনিয়মের তদন্তে হেমন্তকে ইডি মোট সাতটি সমন জারি করেছে, আবগারি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরিওয়ালকে পাঠিয়েছে তিনটি সমন। দুই মুখ্যমন্ত্রীই সেই সমন অগ্রাহ্য করেছেন।

দুই মুখ্যমন্ত্রীরই অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাঁদের বিরুদ্ধে ইডির এই চক্রান্ত। বারবার সমন অগ্রাহ্য করায় ইডি কি তাহলে দুই মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করবে? প্রশ্নটি প্রবলভাবে উঠে এসেছে। আইন অনুযায়ী, পরপর তিনটি সমন অগ্রাহ্য করা হলে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার ক্ষমতা ইডির রয়েছে।

নীতীশকে নিয়ে জল্পনা জোরালো হয় গত বছর ২৯ ডিসেম্বর জেডির (ইউ) সভাপতির পদ থেকে লালন সিং ইস্তফা দেওয়ায়। সভাপতির দায়িত্ব নেন নীতীশ নিজেই। বিহারের রাজনীতিতে এ নিয়ে কানাঘুষা চলছিল কিছুদিন ধরেই। লালনের ওপর নীতীশ অসন্তুষ্ট ছিলেন বিহারের শরিক দল আরজেডির সঙ্গে 'মাত্রাছাড়া দহরম মহরমের দরুন'। লালুপুত্র ও রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবও কিছুদিন ধরেই মন্ত্রিসভার বহর বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছেন। নীতীশ চাইছেন না মন্ত্রিসভায় আরজেডির প্রভাব আরও বাড়াতে।

বিহারনরেশ নীতীশ কুমার নতুন বছরের রাজনৈতিক জল্পনার শীর্ষে হলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিরোধীশাসিত রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও ঝাড়খন্ডের হেমন্ত সোরেন।

কয়েক মাস ধরে লালুর সঙ্গে নীতীশ দেখা করেননি। গত মাসে চারটি সরকারি অনুষ্ঠানে নীতীশের সঙ্গে মঞ্চে থাকার কথা থাকলেও তেজস্বী গরহাজির ছিলেন। ৬ জানুয়ারি ব্যক্তিগত সফরে তেজস্বীর অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কথা ছিল। লালনবিদায়ের পর সেই সফর তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর দূরত্ব বৃদ্ধি কিছুদিন ধরেই চর্চায়। রাজনৈতিক জল্পনায় সর্বশেষ সংযোজন নীতীশকে 'ইন্ডিয়া'জোটের আহ্বায়ক করার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগ বানচাল হয়ে যাওয়া। গত বুধবার ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নীতীশের অনাগ্রহ ও অন্য কয়েকটি শরিকের তোলা প্রশ্নের কারণে সেই বৈঠক বাতিল করে দিতে হয়। বিহারের বিজেপি নেতারা এই জল্পনায় তাঁদের মতো করে ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছেন। নীতীশ যদিও নির্বাক। 'ইন্ডিয়া'জোট নিয়েও কোনো মন্তব্য তিনি করেননি। রাজনৈতিক ভাষ্য, 'ইন্ডিয়া' জোটের সলতে পাকানোর কাজ তিনি শুরু করলেও সেই গুরুত্ব পাচ্ছেন না। আজ পর্যন্ত তাঁকে জোটের আহ্বায়কও করা হয়নি। অথচ মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কেউ কেউ তুলে দিয়েছেন।

নীতীশের রাজনীতি এবং ঘনঘন শিবির বদলের ইতিহাস লোকসভা ভোটের মুখে এই জল্পনাকে প্রাসঙ্গিক করে তুলছে। ২০১৬ সালে জেডির (ইউ) তৎকালীন সভাপতি শরদ যাদবকে সরিয়ে তিনি দলের ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। বিহারে আরজেডি ও কংগ্রেসের সঙ্গে মহাজোট গড়ে ক্ষমতায় বসেছিলেন। ২০১৭ সালে সেই জোট ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন এনডিএতে। পরে বিজেপিকে ছেড়ে আবার আরেকবার হাত ধরেন আরজেডি-কংগ্রেসের। এখন তাঁর দলের লেখচিত্র নিম্নমুখী হলেও বিজেপি তাঁর সঙ্গ পেতে আগ্রহী। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে নীতীশকে সঙ্গে নিয়েই বিজেপি রাজ্যের ৪০টির মধ্যে ৩৯টি আসন জিতেছিল। সেই ধারা বজায় রাখতে হলে নীতীশের সাহচর্য বিজেপির প্রয়োজন।

কী করবেন ৭২ বছর বয়সী নীতীশ কুমার? 'ইন্ডিয়া'জোটের আহ্বায়কের পদ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন, নাকি বিজেপির হাত ধরে নতুনভাবে শুরু করবেন রাজনৈতিক জীবনের সম্ভবত শেষ অধ্যায়? জল্পনা প্রবল। এমনই জল্পনা কেজরিওয়াল ও হেমন্ত সোরেনকে ঘিরেও। দিল্লিতে আবগারি মামলায় ইডি আগেই গ্রেপ্তার করেছে আম আদমি পার্টির (এএপি) রাজ্যসভা সদস্য সঞ্জয় সিং ও উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে। দুজনের কেউই এখনো জামিন পাননি।

প্রাক্তন সংসদ মহুয়া মৈত্রর দায়ের করা মামলায় লোকসভার সচিবালয়কে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়া দিল্লি ঃ ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে গত ডিসেম্বরে তৃণমূল কংগ্রেস-এর সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্রর লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। লোকসভার সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস-এর প্রাক্তন সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র। এই ঘটনায় বুধবার ৩ জানুয়ারি লোকসভার সচিবালয়কে নোটিস পাঠাল দেশের শীর্ষ আদালত। তিন সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনায় একটি রিপোর্ট পেশ করার জন্য লোকসভার সচিবকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও মহুয়া মৈত্রকে লোকসভার অধিবেশন কিংবা অন্য কাজে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে অর্থ ও দামি উপহারের বিনিময়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানিকে লোকসভার ওয়েবসাইটের লগ ইন ক্রেডেনশিয়ালস দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল লোকসভার এথিক্স কমিটি। তার সংসদ সদস্য পদও খারিজ করে দেওয়া হয়। তারপরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। মহুয়া মৈত্র শীর্ষ আদালতে জানিয়েছিলেন, এই ঘটনায় এথিক্স কমিটির তাকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা নেই এবং হীরানন্দানির কাছ থেকে তার ঘুষ নেওয়ার কোনও প্রমাণ নেই। তিনি আরও জানান, এথিক্স কমিটি তাকে হীরানন্দানি এবং তার প্রাক্তন বন্ধু আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদরাইকে জেরা করার অনুমতি দেয়নি, যিনি আসলে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছিলেন। এর মধ্যেই নতুন করে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তার প্রাক্তন বন্ধু আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদরাই। এই একই অভিযোগ তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কাছেও। এবার সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণ সুদের কাছে চিঠি লিখে জয় অনন্ত দেহাদরাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে তার ফোনে বেআইনিভাবে আড়িপাতা হতে পারে বা নজরদারি চালানো হতে পারে। তার গাড়ি ফলো করা হচ্ছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন জয় অনন্ত দেহাদরাই।

রাশিয়া বলেছে, তারা বেলগোরোড অঞ্চলে ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করেছে

মাস্কোঃ বুধবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা বেলগোরোড অঞ্চলে ইউক্রেনের ১২টি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় ইউক্রেনের হামলায় ২৪ জন নিহত হয়েছিল। এর পরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে তীব্র আক্রমণের অঙ্গীকার করেন।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে কিয়েভ ও খারকিভে অন্তত ৫ জন নিহত এবং ১৩০ জনের মতো আহত হয়েছে।

ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে, বিমান ও সমুদ্র থেকে আক্রমণসহ রাশিয়ার বাহিনী ৩৫টি ড্রোন এবং ৯৯টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী সমস্ত ড্রোন এবং ৭২টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে।

বুধবার পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী রাডোস্লা সিকোরস্কি বলেন, ইউক্রেনের ওপর সর্বসাম্প্রতিক হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মিত্রদের উচিত রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা কঠোর করা এবং ইউক্রেনের বাহিনীকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা।

মঙ্গলবার রাশিয়ার হামলার মধ্যে ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী দেশ পোল্যান্ড আকাশসীমা রক্ষা করতে চারটি এফ-সিক্সটিন যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে।

ইউক্রেনকে ব্রিটেনের দেয়া মাইন হাণ্টিং জাহাজগুলোকে তুর্কি প্রণালী দিয়ে কৃষ্ণ সাগরে পৌঁছানোর অনুমতি দেয়া হয় একথা অস্বীকার করে মঙ্গলবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের কার্যালয় একটি বিবৃতি জারি করে।

গত মাসে ব্রিটেন বলেছে, রাশিয়ার মাইন হামলার হুমকি মোকাবিলায় এবং কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে দিয়ে ইউক্রেনের রপ্তানি কার্যক্রম চালানোর জন্য তারা দুটি রয়্যাল নেভি স্যান্ডউন ক্লাস মাইন প্রতিরোধক জাহাজ ইউক্রেনে স্থানান্তর পাঠাচ্ছে।

তুরস্ক এক বিবৃতিতে বলেছে, ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এটি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধজাহাজের জন্য তুর্কি প্রণালী বন্ধ করে রেখেছে এবং কৃষ্ণ সাগরে উত্তেজনা বৃদ্ধি রোধ করতে এই যুদ্ধ জুড়ে তাদের অটুট সংকল্প এবং নীতিগত অবস্থান বজায় রেখেছে।

তুরস্ক বলেছে, মিত্রদের বলা হয়েছিল, যতদিন যুদ্ধ চলতে থাকবে ততদিন তুর্কি প্রণালী দিয়ে মাইন হান্টিং জাহাজগুলোর চলাচলের অনুমতি দেয়া হবে না।

বকেয়া কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তিনি অবশ্য দাবি করেছেন, দু'জন নোডাল অফিসার ঠিক করে দিয়েছে কেন্দ্র

রাজ্যের বকেয়া পাওনা ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি, মোদী মমতা বৈঠকের পরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পায়নি কেন্দ্রের চিঠি

কলকাতা (এজেন্সী)ঃ কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে বকেয়া পাওনার ব্যাপারে গত ২০ ডিসেম্বর তৃণমূল কংগ্রেস-এর সংসদীয় প্রতিনিধি দলকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈঠকের পর তিনি জানিয়েছিলেন, বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রে অফিসারদের নিয়ে একটা টিম গড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। যে টিম রাজ্যের অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে সময় বেঁধে বিষয়টির নিষ্পত্তি করবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক দপ্তর নবান্ন সূত্রের দাবি, সময় বেঁধে নিষ্পত্তির কথা বলা হলেও দিল্লি থেকে এখনও কোনও চিঠি আসেনি। তবে রাজ্য সরকার চারটি দফতরের সচিব এবং ২ জন করে অফিসারকে নিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স তৈরি করে ফেলেছে।

দফতর ও প্রকল্প ধরে বকেয়া পাওনার হিসাবও তৈরি রাখা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। যাতে অতি অল্প সময়ের নোটিসেও দিল্লির অফিসারদের সঙ্গে বকেয়া সংক্রান্ত হিসাব নিয়ে বৈঠকে বসতে পারেন রাজ্যের অফিসারেরা।

বুধবার ৩ জানুয়ারি কলকাতায় ছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তিনি অবশ্য দাবি করেছেন, দু'জন নোডাল অফিসার ঠিক করে দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু নবান্নের দাবি, কেন্দ্র নোডাল অফিসার ঠিক করেছে কিনা রাজ্যের কাছে সে বিষয়ে কোনও খবর নেই। রাজ্য যে দফতরওয়ারি নোডাল অফিসারকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে তা কেন্দ্রের সরকারকে জানানো হয়েছে। যে চারটি দফতরের অফিসারদের নিয়ে নবান্ন টিম তৈরি করেছে সেগুলি হল, পঞ্চায়েত, অর্থ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন মোট বকেয়া পাওনার অঙ্ক হল ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি। নবান্ন সূত্র জানা গেছে, এর মধ্যে একশ দিনের কাজ প্রকল্পে বকেয়া পাওনা রয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ৬৮০০ কোটি। সেই সঙ্গে শুধু পঞ্চায়েত দফতরের আরও বকেয়া পাওনা রয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ১৪ হাজার কোটি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা খাতে ভারতীয় মুদ্রায় ৪৫০ কোটি বকেয়া পাওনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বকেয়া পাওনা রয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ৮২০০ কোটি। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য, মিড ডে মিল এবং পণ্য পরিষেবা করের ক্ষতিপূরণ বাবদ বড় অঙ্কের অর্থ পাওনা রয়েছে কেন্দ্রের থেকে।

সোনার দোকানে হেলমেট পড়ে প্রবেশ করা যাবে না। এমনকি ব্যবসা চলাকালীন কাউকে সন্দেহজনক মনে হলেই দোকানেই বাজানো হবে সাইরেন

মালদা ঃ সোনার দোকানে হেলমেট পড়ে প্রবেশ করা যাবে না। এমনকি ব্যবসা চলাকালীন কাউকে সন্দেহজনক মনে হলেই দোকানেই বাজানো হবে সাইরেন। চাঁচলে ডাকাতির ঘটনা থেকে শিক্ষা পেয়ে এমনটাই পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। সোমবার বছরের প্রথম দিনেই পুরাতন মালদার পুরসভা এলাকার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সোনার দোকানগুলিতে তদারকি চালায় পদস্থ পুলিশের কর্তারা। এছাড়াও এদিন ইংরেজবাজার শহরের বেশকিছু নামিদামি সোনার প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নজরদারি চালাই সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্তারা।
এদিন পুরাতন মালদা এবং ইংরেজবাজার থানার পদস্থ পুলিশ কর্তারা বিভিন্ন সোনার দোকানগুলিতে গিয়ে নজরদারি চালান। কথা বলেন বিভিন্ন অলংকারের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং কর্মীদের সঙ্গে। দোকানে যদি কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হয়, সেই পরিস্থিতিতে সাইরেন বাজানোর সিস্টেম চালু করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশের পদস্থ কর্তারা। বিভিন্ন সোনার দোকানগুলিতে কর্মীরা যেখানে কাজ করবেন তাদের পায়ের কাছেই থাকবে সাইরেন বাজানোর সুইচ । সোনার দোকানে বেচাকেনার সময় কারোর গতিবেধি নিয়ে যদি সন্দেহ হয়, তাহলে সেই সুইচ সঙ্গে সঙ্গে টিপে দিয়ে বাজাতে হবে সাইরেন। যাতে করে আশেপাশের লোকজন সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি মুহূর্তের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট থানায় পুলিশ যাতে খবর পাই ।
এদিন পুরাতন মালদা থানার আইসি রাজীব গান্ধী পুরো মার্কেটে গিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত সোনার অলংকারের দোকানগুলিতে তদারকি চালান। কথা বলেন সেই সব দোকানের কর্ণধারদের সঙ্গে।
উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসবের সন্ধ্যায় চাঁচল নেতাজি মার্কেটে একটি সোনার দোকানে পাঁচ থেকে ছয় জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতির দল লুটপাট চালায়। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সোনা ও হিরের অলংকার লুঠ করে পালায় দুষ্কৃতির দলটি। ওই দুষ্কৃতী দলের একজন লিঙ্ক ম্যানকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীদের অধিকাংশই চাঁচল সীমান্তের বিহার এলাকার বাসিন্দা । আর এত বড় ঘটনার পর থেকেই শিক্ষা নিয়ে এবার বিভিন্ন স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের শোরুম ও দোকানে সাইরেন বাজানোর মেশিন বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
মালদা জেলা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য রিপন গোস্বামী বলেন , এদিন আমাদের দোকানেও পুরাতন মালদা থানা আইসি এসেছিলেন। ব্যাংকের বাইরে যেমন সাইরেন বাজানোর মেশিন বসানো থাকে। কোনরকম অপ্রতীকর কিছু ঘটলেই সেই সাইরেন বাজানো হয়। ঠিক সেই রকম ভাবেই সোনার দোকানের বাইরেও সাইরেন মেশিন বসানো থাকবে। দোকানের কর্মচারী এবং মালিকদের পায়ের কাছে রাখতে হবে। সন্দেহজনক কাউকে দোকানে দেখতে পেলেই সেই সুইচ টিপেই বাজাতে হবে সাইরেন। এছাড়াও দোকানে কোনরকম ভাবেই হেলমেট পড়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। পুলিশের এই পরামর্শকে কাজে লাগিয়েই বিভিন্ন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সেই নির্দেশই পালন করতে চলেছে।
পুরাতন মালদা থানা আইসি হীরক বিশ্বাস জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের সচেতন করার ক্ষেত্রে এরকমভাবেই কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও অধিকাংশ সোনার দোকানে সিসি ক্যামেরা বসানো থাকে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এই নির্দেশ মেনে চললেই অপরাধীদের ধরা যাবে। পাশাপাশি অপরাধ অনেকটাই কমে যাবে।

সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণের উচ্ছেদ অভিযান শুরু

কলকাতা ঃ সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণের উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলো বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত। রবিবার নদিয়ার ফুলিয়া টাউনশিপ বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে শুরু হয় এই অভিযান। বেশ কয়েকটি সরকারি জায়গায় তৈরি হয়েছিল চার চাকা গাড়ি রাখার টিনের সেড, সেগুলি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ফুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী। উচ্ছেদ অভিযানের মধ্যে দিয়ে বিজেপির প্রধান বলেন, সরকারি জায়গা গুলিকে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। তাদের বারংবার নোটিশ করা হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চায়েতের কথা, কর্ণপাত করা হয়নি। তাই উচ্ছেদ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। তবে এই কর্মসূচি এখন থেকে লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান।

মোটর বাইক ও স্কুটি চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া ১১টি বাইক ও স্কুটি

দার্জিলিং ঃ মোটর বাইক ও স্কুটি চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া ১১টি বাইক ও স্কুটি উদ্ধার করল দার্জিলিং পুলিশ।ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে গাড়িধুরা আউটপোস্ট এ সাংবাদিক বৈঠক করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান দার্জিলিং পুলিশ সুপার প্রবীন প্রকাশ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন কয়েক মাস থেকে কার্শিয়াং মিরিক এবং দার্জিলিংয়ে স্কুটি এবং মোটর বাইক চুরি হওয়ার অভিযোগ জমা পড়ছিল বিভিন্ন থানায়। এ ধরনের মোট ১৪ টি অভিযোগ জমা পরার পর পুলিশ সুপারের নির্দেশে দুই পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়। কয়েকদিন আগে কার্শিয়াং এলাকায় একটি স্কুটি চুরি করতে গিয়ে অসীম ভৌমিক নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় সেই মোট ১৪টি বাইক ও স্কুটি বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করেছে এবং কোচবিহারে মমিরুল মিয়া নামে একজনকে সেই গুলি বিক্রি করেছে। তারপরেই পুলিশের দল কোচবিহারে গিয়ে মমিরুলকে গ্রেফতার করে এবং ১১ টি চুরির বাইক ও স্কুটি উদ্ধার করে। বাকি তিনটি স্কুটিরও খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। দ্রুত সেগুলিকেও উদ্ধার করা হবে বলে পুলিশ সুপার জানান। জানাযায়, ধৃত দুজনেই কোচবিহারের বাসিন্দা। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ওয়ার্ড উৎসবের মধ্য দিয়ে শহরের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মুল লক্ষ্য, জানালেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শীত পড়তেই শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে আয়োজিত হচ্ছে ওয়ার্ড উৎসব। রবিবার শিলিগুড়ি পৌরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসব উন্মেলন ২০২৪ এর শুভ সূচনা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। আগামী ২ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবৃতি, সংগীত, নৃত্য, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ক্রিয়া প্রতিযোগিতা, মেগা স্বাস্থ্য শিবির, মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই ওয়ার্ড উৎসব। উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গায়ক রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গিতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।এদিন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পুরসভার মেয়র গৌতম দেব পতাকা উত্তলন ও বেলুন উড়িয়ে এই উৎসবের সুচনা করেন।ওয়ার্ডের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ও খুদে থেকে সব বয়সী মানুষ এদিনের ওয়ার্ড উৎসবের শোভাযাত্রায় পায়ে পা মেলান।মেয়র গৌতম দেব জানান,,শিলিগুড়ির ঐক্য সংস্কৃতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই শহরের প্রত্যকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসব করা হয়ে থাকে পুরসভার সহযোগিতায়।ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস জুরে এই ওয়ার্ড উৎসব পালন করা হবে।

বড়সড় দুর্ঘটনা ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে, মৃত এক

কুলপি ঃ বছরের শেষ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার বেলপুকুর মোড়ের কাছে বাইক ও মোটর ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। গুরুতর যখম আরো তিন। বছরের শেষ দিন রবিবার সকালে কুলপি থেকে নিশ্চিন্তপুরের দিকে পিকনিক করতে যাচ্ছিল যাত্রী বোঝাই মোটর ভ্যান ।উল্টো দিক কাকদ্বীপ থেকে একটি বাইক দ্রুত গতিতে কুলপির দিকে আসছিল। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক ও মোটর ভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে রিজিয়া বিবি নামে এক মহিলার মৃত্যু হয় ।বাইক আরহি সহ তিন জন গুরুতর জখম অবস্থায় কুলপি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি ।এই দুর্ঘটনার ফলে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয় ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ।পরে কুলপি থানার পুলিশ এসে যান নিয়ন্ত্রণ করে।

মঞ্চ মাতালেন নাচে জেলা সংশোধনাগারের ১২ জন জেল বন্দি

বর্ধমান ঃ ৯দিন ব্যপি বর্ধমান পৌর উৎসবে উৎসব ময়দানে অষ্টম দিনে শনিবার মঞ্চ মাতালেন নাচে জেলা সংশোধনাগারের ১২ জন জেল বন্দি।চারিদিকে গার্ড পুলিশ কর্মীরা।দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান জেল খানায় বন্দী থাকায় তারা পৌর উৎসবে মুক্ত আকাশে নাচতে পেরে জেল বন্দীরা পৌরসভাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।তারা খুবই আনন্দিত।প্রত্যেক বছরি এই বর্ধমান পৌর উৎসবে বর্ধমান জেলা সংশোধনাগারের জেল বন্দীদের খোলা মঞ্চে অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দেন বর্ধমান পৌর সভার চেয়্যামেন পরেশ চন্দ্র সরকার।

বর্ষবরণীর রাতে কসবা থানা এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা

কসবাঃ বর্ষবরণীর রাতে কসবা থানা এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা , একটি বিলাসবহুল গাড়ির সঙ্গে একটি বাইকের দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনার জুড়ে এক তরুণ এবং এক তরুণী আহত হয়েছে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । পুলিশ সূত্র মারফত খবর বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে , ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে কসবা থানার পুলিশ।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় রুবি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি এক ২ জনকে। দুজনেরই মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাইক ও গাড়ি সিগন্যাল ভেঙে এগোচ্ছিল।

রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে অযোধ্যা থেকে আগত অক্ষত হলুদ চাল তুলসী গাছের চারা

শিলিগুড়িঃ রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে অযোধ্যা থেকে আগত অক্ষত হলুদ চাল তুলসী গাছের চারা এবং রাম মন্দিরের একটি ছবি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং এলাকার মানুষদের তুলে দিলেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী। সোমবার সকাল থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন তিনি জানে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গাতেই এই চাল বিতরণ করা হবে। এবং রাম মন্দিরে আশার ও সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিধায়ক।

সমস্ত খারাপের অবসান হয়ে নতুন এর শুভ সূচনা

কলকাতা ঃ আরও একটা নতুন বছর। সমস্ত খারাপের অবসান হয়ে নতুন এর শুভ সূচনা। বছরের প্রথম দিনে কলকাতার প্রায় সমস্ত দর্শনীয় স্থানে উপচে পড়া ভিড়। আলিপুর চিড়িয়াখানায়ও সকাল থেকে ভিড় পর্যটকদের। সকাল সাড়ে ৮টার সময় চিড়িয়াখানার গেট খুলে গিয়েছে আজ। প্রায় ৭১ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল চিড়িয়াখানায়, এমনটাই আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর।।

ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে পর্যটকদের ঢল গজলডোবা তে

জলপাইগুড়ি ঃইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনে সোমবার পর্যটকদের ঢল জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবা তে।ছোট থেকে বড় বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন এই পর্যটন স্থানে।চলছে সেলফি ও ছবি তোলার হুল্লোড়।অন্য সমস্ত উৎসবের মতো নববর্ষ মানেই নিজেদের পরিবার অথবা প্রিয় বন্ধুদের সাথে জমিয়ে পিকনিক করা বা ঘুরতে যাওয়া। আর ঘুরতে যাওয়ার কথা আসলেই জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবা এখন সকলের পছন্দের একটি পর্যটনস্থল। তাই নতুন বছরের প্রথম দিনেই চোখে পড়ার মতো ভিড় লক্ষ্য করা গেল গজলডোবায়।

ফের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বনদপ্তরের পাতা ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়লো রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি

আলিপুরদুয়ারঃ ফের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বনদপ্তরের পাতা ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়লো একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ফের একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের এই ছবি ধরা পড়েছে। জঙ্গলের কোর এলাকায় বন বিভাগের ট্র্যাপ ক্যামেরা ফের বাঘের আরেকটি ছবি ধরা পড়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ছবি সহ তথ্যটি জানিয়েছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পেরর আধিকারিকরা। এদিকে জঙ্গলে ফের বাঘের দেখা মিলতেই খুশি বক্সা বনবিভাগের বনকর্মী ও আধিকারিকরা। এই বিষয়ে উল্লেখ সম্প্রতি বক্স ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একটি ছবি ধরা পড়েছিল। দুদিন পর ফের জঙ্গলে টাইগারের ছবি ধরা পরেতে খুশি পরিবেশ প্রেমীরা।

কেন্দ্রের নয়া পরিবহন আইনের বিরুদ্ধে পথ অবরোধ ডানকুনি দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়েতে

দুর্গাপুর ঃ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়কের বা কোন সড়কে এক্সিডেন্ট করলে সংশ্লিষ্ট গাড়ি চালকের ১০ বছর জেল অথবা ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিষয়ে একটি বিল আনতে চলেছে বলে অভিযোগ জানায় ট্রাক চালক রা। এরই প্রতিবাদে এদিন হঠাৎ করে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস এর মত ব্যস্ততম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তারা। ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে এই অবরোধের জেরে দূরপাল্লার বাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন রূপের বাঁশ ট্রাক সহ একাধিক যানবাহন আটকে পড়ে। নাজেহাল হন সাধারণ যাত্রীরা। ডানকুনি পুলিশ স্টেশন থেকে ছুটে আসে পুলিশ আধিকারিকরা। ট্রাক চালক দের বুঝিয়ে সুঝিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন তারা। পুলিশের কথা শুনতে নারাজ ট্রাক চালকরা। বেকা চোরা ভাবে রাস্তার ওপর ট্রাক রাখার পাশাপাশি,, টায়ার জ্বালিয়েও প্রতিবাদ জানায় তারা। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে ছুটে আসে বিরাট পুলিশ বাহিনী। দ্রুত অবরোধ সরিয়ে না নিলে পুলিশি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন উপস্থিত পুলিশ কর্তারা। ইতিমধ্যেই লাঠিচার্জ করার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন পুলিশ কর্তারা ।

বিড়লা মন্দিরের কাছে ভয়াবহ দূর্ঘটনা

বালিগঞ্জ ঃ ভোর ৬টায় বিড়লা মন্দিরের কাছে ভয়াবহ দূর্ঘটনা। দূর্ঘটনার জেরে ফুটপাতের উপর উঠে গিয়েছে গাড়ি।খুলে গিয়েছে এয়ারব্যাগ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে সেভেন পয়েন্টের দিকে যাওয়ার সময় দূর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। দুটি বিলাসবহুল গাড়িতে ফিরছিল বন্ধুরা। তারই একটা দূর্ঘটনার কবলে। দূর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িতে ছিল ৪ বন্ধুর। ঘিটিনার পর ৪ বন্ধুই অন্য গাড়িতে করে চলে যায়। গাড়ি চালাচ্ছিল সেই ৪ বন্ধুরই একজন।জানা গিয়েছে, পুলিস সিসিটিভি খুলে চেক করবে। কি কারণে দূর্ঘটনা তাও জানার চেষ্টা চলছে। তীব্র গতির কারণে দূর্ঘটনা কিনা তাও খতিয়ে দেখছে। এই মুহুরেতে স্পটে পুলিস ও সার্জেন্ট।

গ্রামের গাইন গার্ডেনকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার

বসিরহাটঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের ধান্যকুড়িয়া গ্রাম । বহু প্রাচীন নিদর্শন সংস্কৃতি ইতিহাসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে এই গ্রামে। ইতিমধ্যে এই গ্রামের গাইন গার্ডেনকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। আরো দর্শনীয় স্থান রয়েছে যা রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন্ন রাজ্যে এমনকি বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে ছোট বড় ছবির শুটিংয়ের জায়গা হিসেবে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে ।
প্রাচীন রাজবাড়ী রয়েছে অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহের আমলে তৈরি হওয়া হাই স্কুল , ইতালি স্থাপত্য ভাস্কর্য বহু নিদর্শন গাইন বল্লভ সাহু জমিদার বাড়ি আজও এই গ্রামে দেখা মেলে । একরকম বলা চলে প্রাচীন সংস্কৃতি বহন করে চলেছে গ্রাম। যেখানে বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই হেরিটেজ গ্রাম রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনার আলাপন বঃেদ্যাপাধ্যায় বসিরহাট মহকুমা শাসক আশীষ কুমার ,বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, সহ বিশিষ্টজনেরা নিদর্শন গুলি ঘুরে দেখেন। যাতে হেরিটেজ করা যায় তার জন্য সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন ।

শীতের আমেজে চড়ুইভাতি করতে মন্দ লাগে না

সুদেষ্ণা মন্ডল , ডায়মন্ডহারবার ঃ শীতের আমেজে চড়ুইভাতি করতে মন্দ লাগে না। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় সেটাই ভেবে পাচ্ছেন না? তাহলে ঘুরে আসতে পারেন ডায়মন্ড হারবারের পুরনো কেল্লার পিকনিক গ্রাউন্ড থেকে। কলকাতার একেবারে কাছে ডায়মন্ড হারবার। সেখানেই রয়েছে ঐতিহাসিক পুরনো কেল্লার মাঠ। আর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে হুগলি নদী। যা শীতের দুপুরে চড়ুইভাতির মেজাজে পরিবার পরিজনের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য এক্কেবারে সঠিক জায়গা। চলতি বছর পর্যটক টানতে পুরসভার উদ্যোগে নতুন করে সেজে উঠেছে এই পুরনো কেল্লার পিকনিক গ্রাউন্ড। এখানে রয়েছে বাংলো। বাংলোয় তিনটি ঘর। ভিতরে ১৫০-২০০ জনের বসে খাওয়ার জায়গা। তিন হাজার টাকা ভাড়ায় সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটানো যাবে এই বাংলোয়। তবে, রাত্রিবাসের কোনও সুযোগ নেই। বাংলোর পিছনেই রয়েছে পাঁচিল ঘেরা হাজার বর্গফুটের দু'টি ভিআইপি তাঁবু। ভাড়া দু'হাজার টাকা। এছাড়াও সাধারণের জন্য রয়েছে মোট দশটি তাঁবু। কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুটের প্রতি তাঁবুর ভাড়া একহাজার টাকা। যাঁরা কোনও তাঁবু ভাড়া নেবেন না, তাঁরা ফাঁকা মাঠে বসেও পিকনিক করতে পারেন। সব মিলিয়ে একসঙ্গে হাজার পাঁচেক মানুষ কেল্লার মাঠে বসে পিকনিক করতে পারবেন। এছাড়াও পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুরোনো কেল্লার পিকনিক গ্রাউন্ডে কড়া পুলিশি নজরদারিও রয়েছে।

অবৈধ নির্মাণের উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলো বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত

নদিয়াঃ সরকারি জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণের উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলো বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত। রবিবার নদিয়ার ফুলিয়া টাউনশিপ বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে শুরু হয় এই অভিযান। বেশ কয়েকটি সরকারি জায়গায় তৈরি হয়েছিল চার চাকা গাড়ি রাখার টিনের সেড, সেগুলি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ফুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী। উচ্ছেদ অভিযানের মধ্যে দিয়ে বিজেপির প্রধান বলেন, সরকারি জায়গা গুলিকে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। তাদের বারংবার নোটিশ করা হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চায়েতের কথা, কর্ণপাত করা হয়নি। তাই উচ্ছেদ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সারপ্রাইজ ভিজিট চালালো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ

আসানসোল ঃ বর্ষ বরণের আগে পথ দুর্ঘটনা রুখতে সারপ্রাইজ ভিজিট চালালো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আসানসোলের ভগত সিং মোড়ে ড্রাঙ্কেন ড্রাইভ চালানো হয়েছে।অর্থাৎ মদ্যপ অবস্থায় কেউ গাড়ি চালাচ্ছেন কি না তা দেখতে মেসিন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।এদিন মোটরবাইক এবং গাড়ি চালকদের মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে।উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সেংট্রাল দেবরাজ দাস, আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসি কৌশিক কুন্ডু সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।পুলিশের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন আসানসোলবাসী।

বারুইপুরের শাসন রেল প্লাটফর্মের গায়ে গলাকাটা দেহ উদ্ধার

বারুইপুর ঃ বারুইপুরে গলার নলি কাটা ও হাতের শিরা কাটা ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। রবিবার সকালে বারুইপুরের শাসন রোড স্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্মে ওঠার মুখেই প্লাটফর্মের পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির গলার নেই ও হাতের শিরা কাটা ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।সাত সকালে এই ঘটনায় শাসন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে বারুইপুর থানার আইসির নেতৃত্বে পুলিশ।বারুইপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

সবলা মেলার শুভ উদ্বোধন হলো কাটোয়া কে ডি আই স্কুলের মাঠে

কাটোয়া ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলার শুভ উদ্বোধন হলো কাটোয়া কে ডি আই স্কুলের মাঠে। মেলার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার,সহসভাপতি গার্গী নাহা,কাটোয়ার মহকুমাশাসক অর্চনা পি ওয়ান খেড়ে,সাংসদ সুনীল মণ্ডল,বিধায়ক শম্পা ধারা,বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। জেলার সবলা মেলা এইবার ৩বছরে পড়লো। এই মেলায় ৮৪ টি স্টল রয়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা তাদের তৈরি জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে কাটোয়া কে ডি আই স্কুলের মাঠে। মেলার স্টলগুলি ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। গতবছর মেলা থেকে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার জিনিস কেনা বেচা হয়েছিল। তবে এবছর বেশি টাকার জিনিস কেনা বেচা হবে এমনটাই মনে করছেন উদ্যোক্তারা।মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে বহু মানুষ হাজির হয়েছিল মেলার মাঠে।পাপাই সরকারের রিপোর্ট তারা নিউজ পূর্ব বর্ধমান।

স্টেশন লাগোয়া জঙ্গল থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার খুন নাকি দুর্ঘটনা তদন্তে পুলিশ!

সুদেষ্ণা মন্ডল , বারুইপুর ঃ বর্ষবরণের দিনে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। রবিবার সাত সকালে এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুরের শাসন রেলস্টেশন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে প্রতিদিনের মতোই নিত্যযাত্রীরা নিজেদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য শাসন রেলস্টেশনে পৌঁছাচ্ছিলো। সেই সময় কয়েকজন রেলে নিত্যযাত্রীরা শাসন রেললাইন লাগোয়া একটি জঙ্গলে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পায়। এরপর তড়িঘড়ি রেল পুলিশকে খবর দেয়া হয়। খবর দেয়া হয় বারুইপুর থানাতেও। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বারুইপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকাতে। এ বিষয়ে এক নিত্যযাত্রী হরিপদ মন্ডল তিনি জানান, প্রতিদিনের মতনই স্টেশনে ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে আমরা এসেছিলাম। আমরা দেখতে পাই যে স্টেশন লাগোয়া এই জঙ্গলে একটি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে রয়েছে। এরপর খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশ ও বারুইপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই ব্যক্তিটিকে খুন করা হয়েছে। খুন নাকি দুর্ঘটনা তদন্তে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ।

আগামী ২২ শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ আগামী ২২ শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন এবং শ্রী রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। তারা জানিয়েছেন আগামী পহেলা জানুয়ারি থেকে ১৫ ই জানুয়ারি পর্যন্ত রাম ভক্তরা বাড়ি বাড়ি যাবেন এবং রাম মন্দিরে সকলকে আসার জন্য আহ্বান জানাবেন একই সঙ্গে অযোধ্যা থেকে আগত অক্ষত পবিত্র হলুদ চালও সকলকে তুলে দেওয়া হবে। উদ্বোধনের দিন সকলকে তারা অনুরোধ করেছেন সকাল থেকে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান যাতে সকলে একত্রিত হয়ে দেখে।

NSJ স্পোর্টস একাডেমি ও বেঙ্গল গজুরিও স্পোর্টস ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের

কলকাতাঃ NSJ স্পোর্টস একাডেমি ও বেঙ্গল গজুরিও স্পোর্টস ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাডি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে যায় তিন ছাত্র, বাংলাদেশে ঢাকা ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্যারি চ্যাম্পিয়নশি। এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত, নেপাল, ভুটান,শ্রীলংকা, জম্বাবে, খেলা হয়। শৌণক রায়, বিটু সিংহ সিলভার নিয়ে আসে। তাদেরকে আজ সম্ভাবনা জানালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী খোগেশের সিংহ মহাশয়। এতে খুশি কোচ চিত্তরঞ্জন রায়

বকের খুনির ফাঁসির দাবিতে পথ অবরোধ

আলিপুরদুয়া ঃ গত সোমবার গভীর রাতে খুনের ঘটনা ঘটে সাহেবপোতা বাজার এলাকায়। সেদিন রাতের বেলা মিন্টু চক্রবর্তী নামে এক যুবক কে খুন করে প্রতিবেশী যুবক সুমন্ত দাস।বলে অভিযোগ । এমনটাই অভিযোগ মৃত যুবকের পরিবারের।পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক সুমন্ত দাস কে গ্রেপ্তার করে। শনিবার গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যরা দোষীর ফাঁসির দাবিতে আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা জাতীয় সড়কের সাহেবপোতায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পরে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। উত্তপ্ত আমজনতা অভিযুক্ত সুমন্ত দাসের বাড়ির সামনে গিয়ে বাড়িতে আগুন লাগার চেষ্টা চলায় পুলিশ গোটা বিষয় নিয়ন্ত্রনে আনে।।

ধর্না মঞ্চের স্থানে গোবর জল ও গঙ্গা জল ছিটালো তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ ভারতীয় জনতা ওবিসি মোর্চার ধর্না অবস্থান শেষ হতেই ধর্না মঞ্চের স্থানে গোবর জল ও গঙ্গা জল ছিটালো তৃণমূল কংগ্রেস। প্রায় দুদিন যাবত কোচবিহার গ্রন্থাগারের বিপরীতে ধর্ণা অবস্থান করেছিল ভারতীয় জনতা ওবিসি মোর্চা , তৃণমূল কংগ্রেস দাবি সাম্প্রদায়িক বিজেপি দুই দিন অবস্থান করে সেই জায়গা টি অপবিত্র করেছে। জেলা এসসি ওবিসি সেলের প্রেসিডেন্ট পরেশ চন্দ্র বর্মন বলেন , ভারতীয় জনতা ওবিসি মোর্চা, এই শুদ্ধ ভূমিতে ধর্ণায় বসেছে এবং নিশীথ প্রামানিক এসে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কে নিয়ে কুমন্তব করেছে , এছাড়াও তিনি মিথ্যা দাবি করেছে , আমদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওবিসিদের উপর অত্যাচার করছে , এই সবের পরিপেক্ষিতে আজ আমরা এই জায়গাটিতে গঙ্গা জল ও গোবর জল ছিটিয়ে জায়গাটি শুদ্ধিকরন করলাম।

নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ।ধৃতের নাম উত্তম ভাওয়াল।বাড়ি জলপাইগুড়ি।

গত ২৩ ডিসেম্বর ভক্তিনগর এলাকা থেকে ১৫ বছরের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়।বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেওয়ার পর তাকে না পেয়ে ভক্তিনগর থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের সদস্যরা।তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে উত্তম ভাওয়ালের সঙ্গে নাবালিকাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল।শুরু হয় তাঁর খোঁজ।পুলিশ জানতে পারে যে ব্যক্তি নাবালিকাকে নিয়ে জলপাইগুড়িতে গিয়েছে।পুলিশের একটি টিম জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে ফের খবর আসে যে নাবালিকা পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি অন্তর্গত এলাকায় রয়েছে।এরপর সেখান থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকাকে। নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপহরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগে উত্তম ভাওয়ালকে গ্রেফতার করে পুলিশ।আজ ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ফালাকাটা আঞ্চলিক কমিটির

আলিপুরদুয়ারঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ফালাকাটা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পাক মাধ্যমিক সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফালাকাটা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ড এই শিবিরে ফালাকাটা সহ এটা অঞ্চলের মোট নয়টি স্কুলের ৬৫২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে ড এবং এদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ফালাকাটা জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার মোট ৪০ জন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকা এসে এই ছাত্র ছাত্রীদের বিষয়ভিত্তিক ক্লাস করাচ্ছেন এবং মাধ্যমিকের প্রশ্ন উত্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধ্যান ধারণাও তাদেরকে অবগত করাচ্ছেন ।

ভালুকা ফরেস্ট থেকে কিশোরের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য,খুন না আত্মহত্যা তদন্তে পুলিশ

মালদা ঃ শনিবার দিন সাত সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ভালুকা ফরেস্ট থেকে এক কিশোরের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। ওই মৃত কিশোরের নাম নবাব সিরাজউদ্দৌলা। বয়স আনুমানিক ১৪ বছর। ঘটনার জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ফরেস্টের ভেতরে একটি গাছে গলায় ফাঁস রাখা অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় পুলিশের। খবর পেয়ে ভালুকা ফাড়ির পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নবাব সিরাজদৌলার বাড়ি রতুয়া থানার বাটনা এলাকায়। সে কয়েকদিন আগে স্থানীয় দেগুণ গ্রামে তার দিদিমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। গতকাল রাত থেকেই সেই নিখোঁজ ছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। তারপরই আজ সকালে স্থানীয় লোকমারফত জানতে পারে ভালুকা ফরেস্ট এলাকায় ছেলেটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যদিও পরিবারের লোকের দাবি এটা কোন আত্মহত্যার ঘটনা নয় পরিকল্পিতভাবে কেউ বা কারা ছেলেটিকে খুন করেছে। পুলিশ তদন্ত করলেই প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে। এ প্রসঙ্গে ভালুকা ফাড়ির পুলিশ জানিয়েছেন, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের পাঠানো হয়েছে। খুন নাকি আত্মহত্যা সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাবাগানে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বেআইনি কাঠ

জলপাইগুড়ি ঃ চাবাগানে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বেআইনি কাঠ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা লাগোয়া হলদিবাড়ি চাবাগান এলাকায় বনদফতরের মরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযান চালায়।বাগানের হলদিবাড়ি লাইনে এবং স্কুল লাইন এলাকা থেকে এই কাঠ উদ্ধার হয়।সেই সঙ্গে উদ্ধার হয় কয়েকটি গাছের গুড়ি এবং কাঠ কাটার যন্ত্র।বনদফতরের সুত্রে জানা গিয়েছে ,উদ্ধার হওয়া বে আইনি কাঠের পরিমান প্রায় ৭০ সি এফ টি এবং উদ্ধার হওয়া কাঠের বাজার মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বনদফতর।তবে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকে এখনো পাওয়া যায়নি। উদ্ধার হওয়া কাঠ বাজেয়াপ্ত করে মরাঘাট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসা হয়েছে।

শহরের বুকে বহুতল আবাসনে আগুন

মালদা ঃ শহরের বুকে বহুতল আবাসনে আগুন। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বহুতল আবাসনের ২৪ টি পরিবার। বহু তলের নিচতলায় ইলেকট্রিক মিটারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এরপর ধোঁয়া এবং আগুনের শিখা বাড়তে থাকাই আতঙ্কে বহু তল আবাসনের আবাসিকরা ছোটাছুটি করতে শুরু করেন। তবে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে আবাসিকদের মধ্যে। কিভাবে আগুন লাগলো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হোক দাবি তুলছেন আবাসিকরা। মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার ঘটনা।

বছরের শেষ দিনে সকাল থেকে কুয়াশা ও শীতের আমেজ

ধূপগুড়ি ঃ বছরের শেষ দিনে রবিবার সকাল থেকে কুয়াশার দাপট দেখা গেল জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি সহ ডুয়ার্সে। সেইসাথে চলছে শীতল হাওয়া। যেকারণে রীতিমতো শীতের আমেজ পড়েছে। উল্লেখ্য ডিসেম্বর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কিছুটা কুয়াশা ও শীত পড়লেও তারপর শীত ও ঠান্ডার দাপট দেখা যায়নি। বরং দুপুরে কিছুটা ছিল রৌদ্রের দাপট। আর অবশেষে বছরের শেষ দিনে ফের কুয়াশা ও শীতের দাপট। সেইসাথে বইছে শীতল হাওয়া। বছরের শেষ দিনে যে শীতের দাপট হতে পারে তার আভাস মিলেছিল গতকাল রাতেই। আর এদিন সকাল থেকে শীতল হাওয়া ও কুয়াশার কারণে প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হননি। প্রাতঃভ্রমন কারীরা সকলের দিকে ভিড় জমিয়েছেন চায়ের দোকানে। আর ফের শীত পড়ায় রীতিমতো খুশি সকলেই। পাশাপাশি দূরপাল্লার যানবাহনগুলি লাইট জ্বালিয়ে ধীর গতিতে চলছে

দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দিতে উদ্যোগ নিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জয় বাংলা ফাউন্ডেশন

আলিপুরদুয়ার ঃ প্রতি বছরই শীত আসলেই চোখে পড়ে পথের ধারে বসে থাকা অসহায় মানুষরা হাড় কাঁপানো শীতে কষ্ট পাচ্ছে এই শীতে রাতের অন্ধকারে অসহায় দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দিতে উদ্যোগ নিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জয় বাংলা ফাউন্ডেশন। শনিবার রাতে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে অসহায় মানুষদের মধ্যে এই শীত বস্ত্র বিতরণ করে সংগঠনের সদস্যরা। রাস্তার ধারে থাকা এই অসহায় মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয় কম্বল।

পুলিশের বিরুদ্ধে গুন্ডাগিরির অভিযোগ

মালদাঃ পুলিশের বিরুদ্ধে গুন্ডাগিরির অভিযোগ। অভিযোগ তুললেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। পুরাতন মালদার সেতু মোড়ে সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশকে আক্রমণ করেন তিনি। গত, ২৫ ডিসেম্বর গাজলের শহীদপুর মোড়ের বাড়ি থেকে যুব মোর্চার জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত মাহাতকে মোটর বাইক চুরির অপবাদ দিয়ে তাঁর উপরে অমানুষিক অত্যাচার চালায় পুলিশ বলে অভিযোগ। অভিযোগ, পুলিশের মারে অচৈতন্য হয়ে পড়লে গাজল গ্রামীণ হাহপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। তবে সরকারি হাসপাতালে শারীরিক নির্যাতনের কথা উল্লেখ থাকলেও পুলিশের নাম লেখা হয়নি বলে সরব হন হিরণ। এদিন প্রশান্তকে পাশে নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আঃেদালনের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মোটর বাইক চুরির অপবাদ দিয়ে ষদলীয় নেতাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে মারধরের অভিযোগ তুলে পুলিশকে 'গুন্ডা' বলে আক্রমণ করলেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি হিরন চট্টোপাধ্যায়। শনিবার রাতে পুরাতন মালদহের সেতু মোড়ের এক হোটেলে আক্রান নেতা প্রশান্ত মাহাতকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। তিনি বলেন, তৃণমূলের গুন্ডা এখন নেই। তাই পুলিশ গুন্ডার মতো কাজ করছে। আমাদের নেতাকে নৃশংস ভাবে থানায় নিয়ে গায়ে পুলিশ মারধর করেছে। এরই প্রতিবাদে আমরা আগামীতে আন্দোলন করব। এছাড়া রাজ্যের ফিল্ম ফেসটিভ্যালে সালমন খানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নাচ নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি জানান, সালমান খান রাজ্যের পরিস্থিতি জানলে তিনি নাচা তো দূরের কথা বাংলাতেই আসতেন না।

বিড়লা মন্দিরের কাছে ভয়াবহ দূর্ঘটনা

বালিগঞ্জ ঃ ভোর ৬টায় বিড়লা মন্দিরের কাছে ভয়াবহ দূর্ঘটনা। দূর্ঘটনার জেরে ফুটপাতের উপর উঠে গিয়েছে গাড়ি।খুলে গিয়েছে এয়ারব্যাগ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে সেভেন পয়েন্টের দিকে যাওয়ার সময় দূর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। দুটি বিলাসবহুল গাড়িতে ফিরছিল বন্ধুরা। তারই একটা দূর্ঘটনার কবলে। দূর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িতে ছিল ৪ বন্ধুর। ঘিটনার পর ৪ বন্ধুই অন্য গাড়িতে করে চলে যায়। গাড়ি চালাচ্ছিল সেই ৪ বন্ধুরই একজন।জানা গিয়েছে, পুলিস সিসিটিভি খুলে চেক করবে। কি কারণে দূর্ঘটনা তাও জানার চেষ্টা চলছে। তীব্র গতির কারণে দূর্ঘটনা কিনা তাও খতিয়ে দেখছে। এই মুহুরেতে স্পটে পুলিস ও সার্জেন্ট।

মন্ত্রীর হাত ধরে দুই শতাধিক কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন

মালদা ঃ মন্ত্রীর হাত ধরে দুই শতাধিক কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলে যোগদান করলেন। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকায় মশালদাহ বাজার অঞ্চলে দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী তজমুল হোসেনের হাত ধরে মসলদাহা অঞ্চলের প্রায় ২০০ জন সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলের পতাকা হাতে নিলেন। এদিনের এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি তবারক হোসেন যুব ব্লক সভাপতি মনিরুল ইসলাম সহ আরো অনেকে। এদিন আগামী ১ তারিখ দলের প্রতিষ্ঠা দিবস এর উপলক্ষে একটি প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেছিল মসলদা বাজার তৃণমূল কংগ্রেস। এই সভাতেই এলাকার কংগ্রেস অঞ্চল কমিটির বেশ কিছু সদস্য সহ প্রায় ২০০ জন কর্মী মন্ত্রীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাদের দাবি কংগ্রেস থেকে এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছুই করতে পারছিলেন না। মানুষের কাছে কোন জবাব দিহি করতে পারছিলেন না। তাই তারা কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। এ প্রসঙ্গে যুব ব্লক সভাপতি মনিরুল ইসলাম বলেন কংগ্রেস থেকে যারা আজ তৃণমূলে যোগদান করলেন তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। দলে গুরুত্বপূর্ণ পদে এদেরকে আমরা দায়িত্ব দিবো। মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আমরা এলাকার উন্নয়নে আরও বেশি করে কাজ করব।

জলপাইগুড়িতে ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলদিবাড়ি গীতা পাঠশালার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিশ্বশান্তির প্রত্যাশা

কলকাতা ঃ বিশ্বশান্তি কামনার লক্ষ্যে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ইংরেজি ২০২৩ বছরের শেষ রবিবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হলদিবাড়িতে। আজ রবিবার ছুটির দিন বছরের শেষ ইংরেজি ২০২৩ বিদায় জানাতে জলপাইগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহার এর হলদিবাড়ি থেকে বিভিন্ন পার্ক গুলোতে মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল।

জলপাইগুড়িতে ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলদিবাড়ি গীতা পাঠশালার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিশ্বশান্তির প্রত্যাশা বছর আসে বছর যায়। মানব জীবনে বাধাবিপত্তি লেগেই থাকে। একদিকে গোটা বিশ্ব করোনার দাপট কাটিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলছে বিশ্বযুদ্ধ। ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষার তাগিদে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে গোটা দেশ ২০২৩ কে বিদায় জানিয়ে ২০২৪ কে স্বাগত জানাতে চলেছে।জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক আলোচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আজ পুরাতন বছর কে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এবং গোটা বিশ্বে বিশ্ব শান্তি কামনার লক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলদিবাড়ি গীতা পাঠশালা।

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের শান্তির গীত পরিবেশন করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ছিলো শিশু, কিশোর, যুবকযুবতী, মহিলা ও বৃদ্ধসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ।

শোভাযাত্রাটি হলদিবাড়ি গীতা পাঠশালা থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার গীতা পাঠশালায় এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রার শেষে গীতা পাঠশালার প্রাঙ্গণে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের মধ্যে ঐক্য ও সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন।

শোভাযাত্রাটি হলদিবাড়ি গীতা পাঠশালা থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার গীতা পাঠশালায় এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রার শেষে গীতা পাঠশালার প্রাঙ্গণে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের মধ্যে ঐক্য ও সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন।

উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে বেশ কিছু দেয়ালে এই ধরনের পোস্টার

কলকাতা ঃ উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে বেশ কিছু দেয়ালে এই ধরনের পোস্টার দেখতে পাওয়া গেল আজ সকালে পোস্টার গুলিতে কোন ধরনের পার্টি কোন সংগঠনের নাম নেই কেইবা কখন এই পোস্টারগুলোকে দেয়ালে লাগিয়ে দিয়ে গেছে সেটা এই সময় স্পষ্ট নেই কিন্তু এই পোস্টার যে ফলে কৌতূহল শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনীতির মহলে

বড়সড় দুর্ঘটনা ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে, মৃত এক

কুলপি ঃ বছরের শেষ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার বেলপুকুর মোড়ের কাছে বাইক ও মোটর ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। গুরুতর যখম আরো তিন। বছরের শেষ দিন রবিবার সকালে কুলপি থেকে নিশ্চিন্তপুরের দিকে পিকনিক করতে যাচ্ছিল যাত্রী বোঝাই মোটর ভ্যান ।উল্টো দিক কাকদ্বীপ থেকে একটি বাইক দ্রুত গতিতে কুলপির দিকে আসছিল।

স্টেশন লাগোয়া জঙ্গল থেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার খুন নাকি দুর্ঘটনা তদন্তে পুলিশ!

সুদেষ্ণা মন্ডল , বারুইপুর ঃ বর্ষবরণের দিনে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। রবিবার সাত সকালে এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুরের শাসন রেলস্টেশন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে প্রতিদিনের মতোই নিত্যযাত্রীরা নিজেদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য শাসন রেলস্টেশনে পৌঁছাচ্ছিলো। সেই সময় কয়েকজন রেলে নিত্যযাত্রীরা শাসন রেললাইন লাগোয়া একটি জঙ্গলে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পায়। এরপর তড়িঘড়ি রেল পুলিশকে খবর দেয়া হয়। খবর দেয়া হয় বারুইপুর থানাতেও। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বারুইপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকাতে। এ বিষয়ে এক নিত্যযাত্রী হরিপদ মন্ডল তিনি জানান, প্রতিদিনের মতনই স্টেশনে ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে আমরা এসেছিলাম। আমরা দেখতে পাই যে স্টেশন লাগোয়া এই জঙ্গলে একটি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে রয়েছে। এরপর খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশ ও বারুইপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই ব্যক্তিটিকে খুন করা হয়েছে। খুন নাকি দুর্ঘটনা তদন্তে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ।বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ প্রাথমিক অনুমান, মৃতদের দেহে যেভাবে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে তাদেরকে মনে করা হচ্ছে এই ব্যক্তিকে অন্য কোথাও খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য এই রেল লাইনের ধারে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে আততায়ীরা। খুনের ঘটনাকে রেল দুর্ঘটনার মোড় দেয়ার চেষ্টা করেছে খুনীরা। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পরিচয় জানার ইতিমধ্যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এই অজ্ঞাত পরিচয় জানার জন্য বিভিন্ন থানাতে যোগাযোগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশের অনলাইন পোর্টালেও এই ব্যক্তির ছবি আপলোড করা হয়েছে। এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পরিচয় জানার পরে তদন্তে অগ্রগতি আসবে বলে মনে করছে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকেরা। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

বিনা অনুমতিতে শিলিগুড়ির সেবক রোডে চলছিল পাব ও ডিস্কো

শিলিগুড়ি ঃ বিনা অনুমতিতে শিলিগুড়ির সেবক রোডে চলছিল পাব ও ডিস্কো। শনিবার রাতে অভিযান চালালো এসওজি ও ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পাব বন্ধের পাশাপাশি বেশ কয়েকজনকে আটক করল ভক্তিনগর থানা।

) সোবান দফাদার (৪৮) ডাঙ্গাপাড়ার মৃত সিরাজ দফাদার, গুগু গুঙ্ককালনা জেলা বর্ধমান ২) সুরজ দাস (৩০) ৫০ নেতাজি কলোনির কার্তিক দাস, ঘুগোমালি, ৩৭ নং ওয়ার্ড, পিএস ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি ৩) নীতেশ গুরুং (২৯) গোপালদারার প্রয়াত বিনোদ গুরুং, পিও মিরিক পিএস সুখিয়াপোহক্রি, জেলা দার্জিলিং ৪) অশোক মিঞ্জ (৩০) ওআরডি চা বাগানের এসও বীরেন্দ্র মিঞ্জ, পিএস নকশালবাড়ি, জেলা দার্জিলিং ৫) আসলাম খান (২১) মহনখার এসও সুকরু খান, পিএস ইসলামপুর, জেলা উত্তর দিনাজপুর ৬) বিবেক শর্মা (২৮) দশরথ পল্লীর এসও বিধান কুমার শর্মা, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড, পিএস ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়ি।

পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলার শুভ উদ্বোধন হলো কাটোয়া কে ডি আই স্কুলের মাঠে

কাটোয়া ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলার শুভ উদ্বোধন হলো কাটোয়া কে ডি আই স্কুলের মাঠে। মেলার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী,পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার,সহসভাপতি গার্গী নাহা,কাটোয়ার মহকুমাশাসক অর্চনা পি ওয়ান খেড়ে,সাংসদ সুনীল মণ্ডল,বিধায়ক শম্পা ধারা,বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। জেলার সবলা মেলা এইবার ৩বছরে পড়লো। এই মেলায় ৮৪ টি স্টল রয়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা তাদের তৈরি জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়েছে কাটোয়া কে ডি আই স্কুলের মাঠে। মেলার স্টলগুলি ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। গতবছর মেলা থেকে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার জিনিস কেনা বেচা হয়েছিল। তবে এবছর বেশি টাকার জিনিস কেনা বেচা হবে এমনটাই মনে করছেন উদ্যোক্তারা।মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে বহু মানুষ হাজির হয়েছিল মেলার মাঠে।পাপাই সরকারের রিপোর্ট তারা নিউজ পূর্ব বর্ধমান।

বৌদিকে খুন করার অভিযোগ উঠল দেওর এর বিরুদ্ধে

আসানসোল ঃ বৌদিকে খুন করার অভিযোগ উঠল দেওর এর বিরুদ্ধে।আসানসোল দক্ষিণ থানার দিলদার নগরের ঘটনা।মৃতার নাম মনি মন্ডল।এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।এলাকাবাসীদের অভিযোগ বাড়ির মধ্যেই গৃহবধু মনি মন্ডলকে তার দেওর ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক জায়গায় আঘাত করেছে।এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় ওই গৃহবধুকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ পৌচ্ছায়।অভিযুক্ত দেওরকে আটক করেছে পুলিশ।তবে কি কারণে এই খুন তার তদন্তে পুলিশ।

বছর শেষের সাত সকালে ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর

তুফানগঞ্জ ঃ বছর শেষের সাত সকালে ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃত সাইকেল আরোহীর নাম পরিচয় কিছুই জানা সম্ভব হয় নি তবে নাম পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ শহর এনএনএম হাইস্কুলের সামনে রাজ্য সড়কের ওপর হয়েছিলো বলে জানা যায়। জানাযায় রবিবার আনুমানিক বছর ৬৫ র এক ব্যক্তি তুফানগঞ্জ বাজারে সব্জি ক্রয় করে সাইকেলে করে ফিরছিলেন। সম্ভবত গ্রাম্য কোনও বাজারে বিক্রি করবেন। যাবার পথে গগণ্ব হাই স্কুলের সামনে রাজ্য সড়কের ওপর তুফানগঞ্জ হাসপাতাল গামী রোগী সমেত একটি অ্যাম্বুলেন্সের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় দ্রুত হাসপাতালে আনলে কর্তব্য রত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে।তবে ঐ ব্যক্তির নাম পরিচয় কিছুই জানা যায় নি। ঘটনার খবরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। সাময়িক যানজট সৃষ্টি হলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স চালক নিজেকে থানায় আত্মসমর্পণ করে বলে থানা সূত্রে খবর।

অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার এক রাশিয়ান

খড়িবাড়ি ঃ অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার এক রাশিয়ান। খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন বাজারু ছাট লাগোয়া ভারত নেপাল সীমান্ত পারাপারের অভিযোগ সীমান্তে টহলদারি জওয়ানদের হাতে আটক হন রাশিয়ান ব্যক্তি। ধৃতের পাভেল আলেকজেন্ডব (৩৮), রাশিয়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, শনিবার মেচি নদী হয়ে নেপাল থেকে ভারতে আসার চেষ্টা করছিল । সেই সময় সীমান্ত এসএসবি ৪১নং ব্যাটালিয়ানের টহলদারি জওয়ানদের সন্দেহ হওয়ায় সেই ব্যক্তি আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে রাশিয়ান বলে জানায়।

সম্পাদকীয়

মমতার দুই নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে

পুলিশের ডিজি পদে রাজীব কুমার। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। এই জোড়া নিয়োগের লক্ষ্য নির্বাচন বলে দাবি বিরোধীদের। গত মাসে আইপিএস অফিসার রাজীব কুমার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি নিযুক্ত হয়েছেন। তার পরপরই স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নন্দিনী চক্রবর্তীকে। এ নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ দেখেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে শাসক দল। তারা অতীতের একাধিক উদাহরণ দিচ্ছে। পুলিশপ্রশাসনের সাবেক কর্তারাও এই নিয়োগকে বেআইনি বলে মনে করছেন না। রাজীবের নিয়োগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে চর্চা চলছিলই। এরপর নন্দিনীর নিয়োগে বিতর্ককে আরো জোরদার করেছে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে বেআইনিভাবে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি রাজীব কুমার যাতে ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকার এ বার বেআইনিভাবে একজন জুনিয়র আইএএস অফিসার নন্দিনী চক্রবর্তীকে স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পদে বসিয়েছে।’’ কেন ১৩ জন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এবং আরও পাঁচ জন প্রধান সচিবকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র নন্দিনী চক্রবর্তীকে

দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, প্রশ্ন তা নিয়েই। আইএএস নিয়োগের ধারা তুলে ধরে শুভেন্দু অভিযোগ করেছেন, স্বরাষ্ট্রসচিব, অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের প্রধানকে লেভেল ১৭'র একজন অফিসার হতে হবে, অর্থাৎ একজন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হতে হবে। যার ফলে এটা স্পষ্ট, নন্দিনী চক্রবর্তীর নিয়োগে সম্পূর্ণ বেআইনি। যদিও অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, সাবেক কংগ্রেস বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা এই দাবির সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার তার পছন্দ মতো অফিসারকে নিয়োগ করতে পারে। সেটা বেআইনি নয়। তবে এতে নীতিগত প্রশ্ন আছে। কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কি নীতি মেনে চলে?’’ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্তা, রাজ্যের সাবেক আইপিএস অফিসার ড. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘‘সিনিয়রদের টপকে জুনিয়র এর নিয়োগে এই প্রথম নয়। আইনেও কোনো বাধা নেই। এর আগে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ দেয়া হয়েছিল।’’ ‘আস্থাভাজনে’ ভরসা? মাস তিনচারেকের মধ্যেই ভারতের সাধারণ নির্বাচন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ করা হলেও রাজ্য পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বাহিনী পরিচালনা তাদের মাধ্যমে হয়। অতীতে বারবার অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনের ফলকে প্রভাবিত করেছে। একই অভিযোগ ছিল তার আগের বাম সরকারের বিরুদ্ধেও। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পরিচালনায় তাই পুলিশপ্রশাসনের ভূমিকা সব সময় বিতর্ক তৈরি করেছে। বিরোধীদের দাবি, আস্থাভাজন দুই আধিকারিককে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পরপর নিয়োগে দিয়েছে নির্বাচনকে মাথায় রেখে। বরাবরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন নন্দিনী চক্রবর্তী। ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবের দায়িত্ব সামলেছেন। শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের ডিরেক্টর করা হয়েছিল তাকে। পর্যটন দপ্তরের সচিব পদে যুক্ত হন। পরবর্তীতে রাজভবনের সচিব থাকাকালীন নন্দিনীকে ঘিরে বিতর্ক হয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাকে সরিয়ে দেন। ফের নবান্ন বহাল করে তাকে। আইপিএস রাজীব কুমারও মুখ্যমন্ত্রীর ভরসাস্থল হিসেবেই পরিচিত। সারদা মামলায় রাজীবের বিরুদ্ধে তথ্য লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল। কেন্দ্রীয় সংস্থা তার বাসভবনে অভিযান চালালে ধরনায় বসেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সেই মামলা এখনো চলছে সুপ্রিম কোর্টে। এই অফিসারকে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে বসিয়েছেন নবান্ন। পুলিশ আধিকারিক হয়েও রাজীব রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বিরোধীদের বক্তব্য, একজন আইএএস অফিসারকে কি পুলিশের উচ্চপদে বসানো যায়? তা হলে কীভাবে আইপিএস রাজীব প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব পেলেন? অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্তা, রাজ্যের সাবেক আইপিএস অফিসার ড. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার কি সৎ মানুষদের নিয়োগে করে? যারা প্রমাণ লোপাট করে, তাদের নিয়োগে করে। এখনো অনেক মামলা আছে, অনেক তথ্য লোপাট করতে হবে। সেই অনুযায়ী নিয়োগে হয়েছে।’’ জোড়া নিয়োগ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য, ‘‘পুলিশের ডিজি কাজ করবেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে। তাই সেখানেও কাছের লোক না থাকলে সমস্যা হবে। এই নন্দিনী চক্রবর্তী রাজভবনে হাতেখড়ির আয়োজন করেছিলেন, মনে রাখতে হবে।’’

গাজাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেও হামাসকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়

গত ৭ অক্টোবর হামাসের সন্ত্রাসী হামলা এবং এরপর গাজায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভয়ংকর জবাবের প্রেক্ষাপটে বহুকাল ধরে অনুচ্চারিত কিছু বিষয় উচ্চারণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রথমত, ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করতে পারবে না, এমনকি গাজাকে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও নয়। ইসরায়েল হামাসকে সামরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

লর্ড হাইন
প্রাবন্ধিক

করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের টানেলগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি হামাস যোদ্ধারা পালাচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হামাস হলো আন্দোলনের নাম, মতাদর্শের নাম। অন্যভাবে বলতে গেলে নেতানিয়াহুর উগ্রপন্থী আচরণ হামাসকে আরও এগিয়ে দিয়েছে।

ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী সরকার, এমনকি ইয়াসির আরাফাতের মধ্যপন্থী দল, ফাতাহর সঙ্গেও আলাপআলোচনায় বাধা দিয়েছে। দুই যুগের বেশি সময় আগে ২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনের পর থেকে তারা আর আলোচনার টেবিলে বসেনি।

ধারাবাহিকভাবে গাজার বাসিন্দাদের ওপর তারা নির্যাতন চালিয়ে গেছে, সার্বক্ষণিক অবরোধ জারি রেখেছে, ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিরা হতোদ্যম হয়ে চরমপন্থী হামাসে যুক্ত হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ারইবা কী আছে?

সেই বালক ডেভিডের সাহস নিয়ে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের ফেরা

আধুনিক যুগের সব যুদ্ধদ্বন্দ্বসংঘাতের মূল কথা হলো শক্তিশালী পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে অনাচার রোধে ব্যর্থ হলে উগ্রপন্থার উত্থান ঘটে। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ডের একটি সংঘাতময় অতীত আছে। রাজনীতি যখন অকার্যকর হয়ে যায়, সহিংসতা তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করে।

যুক্তরাজ্য দশকের পর দশক গোঁ ধরে বসেছিল যে তারা আইআরএর সঙ্গে আলোচনায় বসবে না। কারণ, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। কিন্তু ১৯৯৮ সালে যখন তারা আলোচনায় বসল তখনই গুড ফ্রাইডে চুক্তি হলো। রাজতন্ত্রের প্রতি আজ্ঞাবহদের এই চুক্তি হজম করতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও এই চুক্তিকে সমর্থন দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ও ইইউ প্রেসিডেন্ট। তাঁদের উত্তরাধিকারীরা অবশ্য এই চুক্তির মূলভাব থেকে সরে এসেছেন, তাঁদের ওসব মনেই নেই।

এখন বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলো সমঝোতার টেবিলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে বসাতে চাইছে। যে দলটি বহু আগেই জনপ্রিয়তা খুইয়েছে, সে দলের সঙ্গে আলোচনা কোনোভাবেই ফলপ্রসূ হতে পারে না। স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর বৈশ্বিক উত্তরের সরকারগুলো বরাবর তাদের পছন্দসই প্রার্থীকে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হামাসকে অবশ্যই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে।

সর্বোপরি, সমাধানটা হতে হবে রাজনৈতিক। ফিলিস্তিনিরা যে বর্ণের হোক না কেন, ইসরায়েলকে সামরিকভাবে পরাজিত করতে পারবে না। আবার

ইসরায়েলিরাও ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে না। টনি ব্লেয়ারের সাবেক চিফ অব স্টাফ জোনাথন পাওয়েল ‘টকিং টু টেররিস্টস’ নামে একটি অসাধারণ বই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, আলাপআলোচনা ছাড়া এ ধরনের সংঘাতের সমাধান হয় না। তা ছাড়া জনসমক্ষে নেতানিয়াহু, জো বাইডেন বা ঋষি সুনাক যাই বলুন না কেন, তাঁরা তো জিম্মি ও বন্দীর মুক্তি বিষয়ে হামাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। যদিও মীমাংসার জন্য মাঝখানে কাতার থাকছে।

ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী নেতারা আলাপআলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা বরং ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোর ওপর দখলদারি কীভাবে আরোপ করা যায় এবং ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে তাঁদের পদাবনত করা যায়, সেই ছক আঁকতে ব্যস্ত। পশ্চিম তীর ও ছোটখাটো দ্বীপগুলো নামকাওয়াস্তে ফাতাহর শাসনে ছিল (ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত)। সেখানে এখনো প্রায় পাঁচ লাখ ইহুদির বসতি আছে। পূর্ব জেরুজালেমে এখন প্রায় আড়াই লাখ ইসরায়েলি বসতি করেছেন। বৈশ্বিক উত্তরের নেতারা হাত ঘষছেন। তাঁরা মৃদু স্বরে বলে থাকেন, এসব বসতি অবৈধ কিন্তু কিছুই করেন না। তাঁরা বসতি স্থাপনকারীদের ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকা দখলদারি এবং গাজার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে সয়ে নিয়েছেন।

এর বিনিময়ে ইসরায়েল কী পাচ্ছে? আরও বেশি নিরাপত্তা? না। কী হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ৭ অক্টোবর। ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী শাসকেরা নিজস্ব জনগোষ্ঠীকে রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। আর এখন যে নির্দয় তাণ্ডবলীলা গাজায় চালাচ্ছে, তা তাদের আরও বিপন্ন করে তুলবে।

ইসরায়েলে সাবেক লেবার সরকারের পরামর্শক ড্যানিয়েল লেভি সম্প্রতি এক টিভি সাক্ষাৎকারে যথার্থই বলেন, ‘যত দিন না ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত ইসরায়েলের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যাবে না। অপর একটি জাতির ওপর আপনি কাঠামোগত নির্যাতন করে যাবেন, তাঁদের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত করবেন এবং নিরাপদে থাকবেন এভাবে হয় না। কারণ, আপনি যখন একটি জাতির ওপর নির্যাতন চালাবেন, তখন বুঝে নিতে হবে নির্যাতনের প্রত্যুত্তর পাওয়ার ইচ্ছা আছে আপনার। আপনি নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতেও পারবেন না।’

অবশ্যই ইসরায়েলের বর্তমান মন্ত্রী পরিষদের ইচ্ছা হলো ফিলিস্তিনিদের তাঁদের মূল ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে জর্ডান ও মিসরে পাঠিয়ে দেওয়া। অল্প কিছুদিন আগে নেতানিয়াহুর রাষ্ট্রদূত যুক্তরাজ্যে সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, দুই রাষ্ট্রভিত্তিক কোনো সমাধান তাঁরা চান না। ফলে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান হবে না। শুধু ইসরায়েলি দখলদারি অব্যাহত থাকবে আর ক্রমেই বাড়বে সহিংসতা ও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা।

লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও ফিলিস্তিনিদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রত্যয়কে নিশ্চিত করা। যদি দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান কার্যকারিতা হারায়, তাহলে কনফেডারেশন হতে পারে না? যেখানে ফিলিস্তিনিরা তাঁদের নিজেদের শাসক নিজেরা বাছাই করে নেবে আর ইসরায়েলিরা নিরাপত্তা উপভোগ করবেন? ওয়াশিংটন ডিসি, লন্ডন ও ইউরোপ ভয়াবহ পতনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করতে পারে। এই সম্মেলনে ইসরায়েল, মিসর, সৌদি আরব এবং জর্ডান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে অবশ্যই ইরানকে রাখতে হবে। কারণ, সব পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আসবে না।

এক বছর ধরে চলা ব্যর্থ রাজনীতির পর আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে নেতাদের ওপর নির্ভর করা চলে না। আশার কথা, আমাদের জন্য আমরা আছি।

বারাক ওবামার মেয়াদ ছাড়া এই অঞ্চলের সঙ্গে কখনোই গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কার্যক্রম বা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টা ছিল না। ওবামার প্রতিনিধি জন কেরি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘পররাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ক্রিয় থাকার ঝুঁকি সম্পর্কে লেখা প্রায় হয়ই না। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি আলোচনার বেলায় এই কথা সর্বৈব সত্য।’

আমি এই লেখা লিখছি কেপটাউন থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সব মানুষ বৈশ্বিক উত্তরের নেতাদের দ্বিচারিতায় ঘৃণা জানাচ্ছে। কারণ, তারা ইউক্রেনের স্বাধীনতাসার্বভৌমত্বের কথা বলে, অন্যদিকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। গাজার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য তারাও দায়ী। বৈশ্বিক দক্ষিণের সঙ্গে তাদের ভূরাজনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পথে। এর খেসারত ওয়াশিংটন, লন্ডন ও ব্রাসেলসকে ভালোভাবেই পোহাতে হবে।

অন্যদিকে আমি ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি দুই পক্ষেরই বন্ধু। এর অর্থ কোনো একপক্ষে থাকা নয়, বরং বলা যে যদি তারা একত্রে থাকতে পারে, তাহলেই তাদের ভবিষ্যৎ আছে, নইলে কোনো ভবিষ্যতের যোগ্য নয় তারা।

সাময়িকী

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহায়তায় কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর নিলো ইডি

তার আসল নাম সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তবে তিনি ‘কালীঘাটের কাকু’ নামেই পরিচিত। তার কণ্ঠস্বরের নমুনা নেয়া নিয়ে দীর্ঘ এক নাটক অবশেষে শেষ হলো। আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি কালীঘাটের কাকুরগলার স্বরের নমুনা নেয়ার জন্য বেশ কিছুদিন হলো চেষ্টা করছিল। কিন্তু সুজয়কৃষ্ণ রাজ্য সরকারের হাসপাতাল এসেসকেএমে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকে

কমলেশ
প্রাবন্ধিক

তাকে বের করে নমুনা নেয়া ইডির পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, সার্জারি করে সুজয়কৃষ্ণের গলার স্বর বদল করে দেয়া হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট কড়া মনোভাব দেখায় এবং ইডিকে দ্রুত কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে বলে। বলা হয়, সুজয়কে এআসআই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে হবে। বুধবারও বিচারপতি অমৃতা সিনহার আদালতে রুদ্ধদ্বার শুনানি হয়েছিল। সেখানে ইডির যুগ্ম ডিরেক্টর ও ইএসআইয়ের মেডিক্যাল দলের প্রধানকে ডাকা হয়েছিল। এর আগে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এবং এই সংস্থার প্রধান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি সংক্রান্ত হিসাব আদালতে জমা দিয়েছে ইডি। সুজয় এই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসেই কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে ইডি জানিয়েছে, কণ্ঠস্বরের নমুনা নেয়া হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে ১০ জানুয়ারি।

কেন এই গলার স্বর পরীক্ষা? সুজয়কৃষ্ণ বেআইনি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত। তাকে ১১ ঘণ্টা ধরে জেরা করার পর ৩০ নভেম্বর ইডি গ্রেপ্তার করে। ইডির তদন্তে উঠে এসেছে, সুজয়কৃষ্ণের নির্দেশে ফোন থেকে কিছু কল রেকর্ডিং মুছে দেন রাহুল বেরা। ইডির দাবি, ওই কল রেকর্ডিং তাদের কাছে আছে। সেখানে যিনি কথা বলেছেন, তিনি সুজয়কৃষ্ণ কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কণ্ঠস্বর পরীক্ষা খুবই জরুরি। কিন্তু সুজয়কৃষ্ণ এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ইডি তার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করতে পারছিল না।

বুধবার রাতে এসএসকেএমে গিয়ে দাঁড়ায় ইএসআইয়ের একটি অ্যাম্বুলেন্স। তার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সেখানে মোতায়েন করা হয়। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, শালমুড়ি দিয়ে হুইল চেয়ারে সুজয়কৃষ্ণকে আনা হচ্ছে। তাকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় ইএসআই হাসপাতালে। প্রথমে তার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। এরপর তার কণ্ঠস্বরের নমুনা নেয়া হয়। কিছু লাইন বা কথা তাকে বারবার বলতে বলা হয়। ওই কথাগুলো টেলিফোন সংলাপে ছিল বলে ইডি সূত্র জানাচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, এসএসকেএমে কোন কোন প্রভাবশালী ভর্তি আছেন, তার তালিকা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে জানাতে হবে, আর কতদিন তাদের হাসপাতালে থাকতে হবে? হাইকোর্টে এই মামলাকারীর আইনজীবী সুস্মিতা লাহা দত্ত বলেছেন, ’’’’কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে, তারা এসএসকেএমে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এসএসকেএম তাদের সেফ জোন হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের চিকিৎসা, অন্যদের চিকিৎসা ব্যহত হচ্ছে.।’’ সুজয়কৃষ্ণকেই শিশুদের জন্য নির্ধারিত বেডে রাখা হয়েছে। সুস্মিতা বলেছেন, ‘‘এরা কেউই জীবনদায়ী ব্যবস্থায় নেই। তারা ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন।’’ প্রধান বিচারপতি বলেন, ’’এই অভিযোগ সত্য হলে তা মারাত্মক ঘটনা।’’ ইডি জানিয়েছে, তাদের হেফাজত থেকে জেলে যাওয়ার পরই অভিযুক্তরা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাচ্ছেন। প্রবীণ সাংবাদিক আশিস গুপ্ত ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘‘হাইকোর্ট একেবারে ঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর সুবিধা থাকলেই রাজনীতিবিদ বা অন্যরা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। একজন ব্যবয়াসী তো আট মাস হাসপাতালে ছিলেন।’’ আশিসের বক্তব্য, ’’প্রভাবশালীরা সুযোগ পেলেই এই কাজ করে যাবেন, এটা মেনে নেয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রী, রাজনীতিবিদরা গ্রেপ্তার হলেই এসএসকেএম হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন এটা ঘটনা। অন্য রাজ্যেও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ’’

সুইডেনের প্রত্যন্ত দ্বীপে পর্যটনের আনন্দ

লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্কের মতো বড় শহর অনেক পর্যটক আকর্ষণ করে। কিন্তু সুইডেনের কিছু মানুষ ক্ষুদ্র এক দ্বীপে ছুটি কাটাতে ভালোবাসেন। আবহাওয়া ভালো থাকলে হামনেসকেয়ার দ্বীপ থেকে ছবির মতো সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু সেখানে দিন এভাবেও শুরু হতে পারে। ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে স্পিডবোটে করে ২০ মিনিটে দ্বীপে পৌঁছানো গেল। তবে সৌভাগ্যবশত হোটেল সে ক্ষেত্রে বর্ষাতি ধার দেয়। পর্যটক হিসেবে ইয়োহানা ও ইয়োনাস ভিবার্গ সেই যাত্রার পর বলেন, ‘‘অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তবে বেশ ভিজে গেছি। কিন্তু সুন্দর। উত্তাল আবহাওয়ার মাঝে ঢেউ ও পানির ছিটে। আমার কাছে জাদুময়।’’ ইয়োহানা ও ইয়োনাস ইয়োটেবর্গ শহরের কাছে থাকেন। সবার আগে হোটেলে চেকইন করে বৃষ্টির পানি মুছে ফেলতে চান তাঁরা। আগে সেই ঘরে লাইটহাউস রক্ষী সপরিবারে বাস করতেন। সংরক্ষিত ভবনের তালিকাভুক্ত সেই স্থাপনা তাই সংস্কারের পরেও আগের মতোই রয়ে গেছে। সে দিন আবহাওয়ারও দ্রুত উন্নতি হলো। দ্বীপটি ঘুরে দেখার জন্য ভালো সুযোগ। দ্বীপটি মাত্র আড়াইশো মিটার দীর্ঘ ও ১২০ মিটার চওড়া হওয়ায় ঘুরে দেখতে বেশি সময় লাগে না। ২০২০ সালে মিরইয়া লিলইয়া হাগ্সইয়ো পাটার নস্টার হোটেলটি খোলেন। আজ সেখানে ২৪ জন অতিথির থাকার জায়গা রয়েছে। অতীতে জাহাজডুবি কিছু নাবিক দ্বীপে আশ্রয় নিতেন। লিলইয়া বলেন, ‘‘কাছেই সমুদ্রে প্রায় এক হাজার জাহাজের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সেই সব নিদর্শন উপকূলের এই অংশের ইতিহাস তুলে ধরে। এই লাইটহাউস তৈরির সিদ্ধান্তের পর সেটির নাম ‘পাটার নস্টার’ বা ‘আওয়ার ফাদার’ রাখা হলো। কারণ জাহাজের নাবিকরা বিপজ্জনক এই টিলার দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিরাপদে থাকার জন্য প্রার্থনা করতো। মার্সস্ট্রান্ড আর ইয়োটেবর্গ বাণিজ্যকেন্দ্রে যাবার এটাই ছিল পথ।’’ লাইটহাউসের উচ্চতা ৩২ মিটার। ১৮৬৮ সালে নির্মাণের সময়ে সেটা ছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নিদর্শন। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেটি জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। তারপর লাইটহাউস বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাঁচ বছর ধরে সংস্কারের পর এখন সেখানকার ভিউইং প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরের দৃশ্য দেখা যায়। ইয়োহানা ও ইয়োনাস ভিবার্গ বলেন, ‘‘প্রকৃতি, সমুদ্র, বাতাসের সামনে নিজেদের ক্ষুদ্র মনে হয়। এখানে উঠতে বেশ বেগ পেতে হলেও সেই পরিশ্রম অবশ্যই সার্থক হয়েছে।’’ চাইলে রাঁধুনী ইয়োহান বেংটসসনের সঙ্গে সমুদ্রে ডুব দিয়ে স্নর্কেলিংও করা যায়। সেইসঙ্গে পানির মধ্যে নৈশভোজের উপকরণ খোঁজার সুযোগও রয়েছে। ইয়োহান বলেন, ‘‘আমরা অনেক জাতের দারুণ ট্যাং অ্যালজি তুলেছি। যেমন এগুলি স্পাগেটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খুব সুন্দর। এখানে সুগার ট্যাং রয়েছে, সেটি দ্রুত বেড়ে ওঠে। অতি সুস্বাদু! আর আছে ফিংগার ট্যাং, সেটি দিয়ে আমি মিসো স্যুপ বানাই।’’ এবার রান্নাঘরে যাবার পালা। তালিকার প্রথম পদে অ্যালজির ভিত্তিতে এক স্টার্টার পরিবেশন করা হচ্ছে। হাতে একপাত্র ওয়াইন নিয়ে সারা দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। ইয়োহানা ভিবার্গের মতে, ‘‘এই আবহাওয়া, এই দ্বীপ, প্রথমদিকের বৃষ্টি থেকে শুরু করে উষ্ণতা, তারপর সূর্যাস্ত গোটা জায়গাটাকে অসাধারণ করে তুলেছে। লাইটহাউস ও সেখান থেকে জাদুময় দৃশ্য তো আছেই।’’ খোলা আকাশের নীচে সুইডেনের সবচেয়ে প্রত্যন্ত হোটেলে দিন শেষ হচ্ছে। আজ সুইডেনের পশ্চিম উপকূলের সেরা পদ পরিবেশন করা হচ্ছে।

জানা অজানা

গাজায় গণহত্যার মতো ‘কার্যকলাপ’ দেখা যায়নি ঃ যুক্তরাষ্ট্র

গাজায় গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে এমনটি ধরে নেয়ার মতো কার্যকলাপ দেখছে না যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সাউথ আফ্রিকার করা মামলার প্রেক্ষিতে তা জানিয়েছেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। ‘গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল’, এমন অভিযোগে নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা করেছে সাউথ আফ্রিকা। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)তে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করায় সাউথ আফ্রিকার সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ‘গাজার মানুষের উপর গণহত্যা চালানোর’ অভিযোগে ইসরায়েলে বিরুদ্ধে হেগভিত্তিক আদালতে এই মামলার শুনানি শুরু হবে আগামী সপ্তাহে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি মামলাটিকে, ‘‘অযোগ্য, ‘কাউন্টারপ্রোডাক্টিভ’ এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন’’ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার অভিযোগটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘এই মুহূর্তে আমরা এমন কার্যকলাপ দেখছি না যা গণহত্যা বলে বিবেচিত হতে পারে।’’ মিলার সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘গণহত্যা অবশ্যই জঘন্য নৃশংসতা। এটা এমন অভিযোগ যা হালকাভাবে গঠিত হওয়া উচিত নয়।’’ সাউথ আফ্রিকা প্রায়ই ফিলিস্তিনিদের সঙ্গেইসরায়েলের আচরণের সমালোচনা এবং কর্মকাণ্ডকে নিজেদের জাতিবিদ্বেষের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে। তাদের অভিযোগ, ‘গাজায় ফিলিস্তিনিদের ধ্বংসের সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে’ কার্যকলাপ চালাচ্ছে ইসরায়েল। গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধে ইসরায়েলকে বাধ্য করতে আদালতের কাছে নির্দেশনার আবেদন জানিয়েছে দেশটি। অন্যদিকে ইসরায়েল জানিয়েছে, আইসিজেতে তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করবে। সাউথ আফ্রিকার এই উদ্যোগকে ষড়যন্ত্র হিসেবেও অভিহিত করেছে তারা। এদিকে গাজার ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসন করা নিয়ে ইসরায়েলের দুই মন্ত্রীর প্রস্তাবের কড়া সমলাচোনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের বক্তব্য সরকারের অবস্থান নয় বলে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রকে অবহিত করেছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে ১২০০ মানুষকে হামাস হত্যা করার পর গাজায় যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইসরায়েলসহ বিভিন্ন দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে।

পাঠকের চিঠি

ফেসবুক ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত !

ইন্টারনেট জগতে কোনো ঘটনাকে ভাইরাল করার একমাত্র সমাজমাধ্যম হচ্ছে ফেসবুক । ফেসবুক এখন তার নাম পরিবর্তন করে রেখেছে মেটা । তাহলে কি আর কোনো ঘটনা ভাইরাল হবে না ? অবশ্য তা কিন্তু নয় । ধর্মীয় নানান উস্কানি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, কুসংস্কার ইত্যাদি নানান বিষয়ে ফেসবুকে তর্ক বিতর্ক, আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে থাকে সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারীরা । তাহলে এর মূলেই কি ফেসবুককে দোষারোপ করা যায় । আসলে ফেসবুক সংস্থাটি কিন্তু নিজেই বহু তর্ক বিতর্কে জড়িত । তথ্য ফাঁস সহ নানান ভাবে সমালোচিত ফেসবুক নিজেই । ফেসবুকের অর্থদণ্ডও হয়েছে । করোনার টিকা প্রসঙ্গে নানান গুজব স্যোশাল মিডিয়াতেও ছড়িয়েছে । কুরুচিপূর্ণ, মিথ্যা, চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে সচারাচর ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষ কোনো ঘটনাকে ভেরিফিকেশন না করেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন । এসব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সচেতনতা । সুতরাং নিউজলিট বা চেকোলজির মতো সংস্থা এই সব বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো যাচাই করে এলাকায় এলাকায় অচেতন মানুষের মধ্যে সঠিক তথ্যটি পৌঁছে দিতে পারলে, এসব ঠেকানো সম্ভব । ফেসবুক ব্যবহারে সচেতন হওয়া উচিত !

মুন্সি দরুদ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

নেহাত বাসে চেপে পিকনিকের পরিকল্পনা কিন্তু কাক ভোরে মাঝপথে য মদুত রুপি কয়লা ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে তিনটি শিশু সহ মোট ১২ জনের মৃত্যু

এই ঘটনায় আহত ৩০ জন বর্তমান চিকিৎসাধীন, পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নতুন বছরের শুরুতেই এক ভয়াবহ নজিরবিহীন সড়ক দুর্ঘটনা। এই ধরনের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা এর আগে রাজ্য কোনদিনও সংঘটিত হয়নি। ঠান্ডার এই সময়ে কাক ভোরে ঘন কুয়াশার ফলে একটি বাস এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার ফলে তিনটি শিশু সহ ১২ জন ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারানোর ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এমনকি এর মধ্যে বাসের চালক এবং ট্রাকের চালকও রয়েছেন। গোলাঘাট থেকে বগীবিলের উদ্দেশ্যে যাওয়া পিকনিক যাওয়া দলটির বাসের সঙ্গে দেরগাও এলাকায় যোরহাটের দিক থেকে আসা কয়লা ভর্তি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এই সংঘর্ষের ফলে ট্রাকটি সড়ক থেকে ছিটকে নিচের কৃষি জমিতে উল্টে পড়ে। এক অবিশ্বাস্য, ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা।

গোলাঘাট জেলার কামারবন্দার বচাভরুলুয়া নামের একটি গ্রামে নতুন বছর উপলক্ষে পিকনিকে যাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে শিশু মহিলা সহ প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি পিকনিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে বগীবিলে পিকনিকের পরিকল্পনা থাকলেও সেখানে যাবার সময় তিনসুকিয়ার টিলিঙ্গা মন্দির দর্শন করার ইচ্ছা ছিল। অবশেষে বুধবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ পারিজাত নামের একটি টাটা স্টার আল্ট্রা বাসে চেপে পিকনিকের জন্য বেরিয়ে পড়ে বনভোজের দলটি। কিন্তু গ্রাম থেকে রওনা দেওয়ার এক ঘঃটা পরেই দেরগাও এলাকায় ভোর সাড়ে চারটা পাঁচটা নাগাদ এই বাসটি একটি কয়লা ভর্তি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অপ্রত্যাশিত এই সংঘর্ষের ফলে ঘুমন্ত অবস্থায় বাসে থাকা থাকা তিনটি শিশুসহ মোট ১২ জন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া এই দুর্ঘটনায় আহত ৩০ জন বর্তমান যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হিসাবে রয়েছেন। এরমধ্যে পাঁচজনের অবস্থা গুরুতর। তাছাড়া অত্যন্ত গুরুতর ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত তিন জনকে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

কামারবন্দার বচাভরুলুয়া গ্রাম থেকে পিকনিকের উদ্দেশ্যে যাওয়া এই দলটিতে ছিল বহু পরিবার। এই অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনার ফলে একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্য নিহত হয়েছেন। একইভাবে অন্য পরিবারের মাতৃ কন্যা আবার অন্য পরিবারের পিতৃ কন্যা অথবা এক পরিবারের মাতৃ পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পিকনিকে যাবার সময় দলটি হাস্য উল্লাস করে যাত্রা শুরু করলেও দুর্ঘটনার কিছু আগে বাসের যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েন। আচমকা দেরগাও এলাকায় কয়লা ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পর দুই বাহনের চালক নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার ফলে অবশেষে সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে বাস এবং ট্রাক। ঘুমন্ত থাকার ফলে নিজেদের রক্ষা করার বিন্দুমাত্র সময় না পাওয়ার ফলে বাসের অর্ধেক স্থান পর্যন্ত সিটে বসে থাকা অধিকাংশ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তবে বাসের পিছন দিকে থাকা যাত্রীরা তুলনামূলকভাবে কম আঘাত পেয়েছেন অথবা জখম হয়েছেন। তবে কম বেশি প্রতিজন যাত্রী শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পিছনের দিকে থাকা এক যাত্রী আঘাত পেলেও দুর্ঘটনার পরেই কোনভাবে বাসের জানলা ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে সর্বাধিক দুঃখের বিষয় এটাই যে যাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করে এই সংঘর্ষের ফলে আচমকাই প্রাণ উড়ে যায় যায় তিন শিশু সহ ১২ জন যাত্রীর।

দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেই ঘটনাস্থলের সামনে থাকা এক দুটো দোকানের ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় একাংশ এলাকাবাসী ছুটে এসে বাস যাত্রীদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়ান। কিন্তু সামনের দিক থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বাসের ভিতর কোনভাবে প্রবেশ করার পর যাত্রীদের বাসের সিটের মাঝখানে চেপে থাকা অবস্থায় দেখতে পান প্রত্যক্ষদর্শীরা। এমনকি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যাত্রীদের দেহের অংশ এবং পিকনিকের যাবতীয় সামগ্রী। যাত্রীদের উদ্ধার করার সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে কাকে আগে উদ্ধার করা উচিত। শীতের চাপে আটকে থাকা মৃত্যু হওয়া যাত্রীদের আগে উদ্ধার করবেন নাকি চিৎকার করে কান্নায় ভেসে যাওয়া আহত যাত্রীদের উদ্ধার উদ্ধার করবেন সেটা নিয়ে প্রথমত খেয়ে যান উদ্ধারকারী প্রতিজন ব্যক্তি। অবশেষে কোনভাবে প্রত্যেককে বাস থেকে টেনে বাইরে বের করে উদ্ধার করা হয়। তাছাড়া মৃতদেহ গুলো এক এক করে বাস থেকে নামিয়ে নিচে রাখেন উদ্ধারকারীরা। অবশেষে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসার পাশাপাশি ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স সেখানে পৌঁছে যায়। এরপর মৃত এবং আহত ব্যক্তিদের এক এক করে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া এক দুজনকে দেরগাও এর অসামরিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হাসপাতলে মৃতদেহ এবং জখম পাওয়া আহত ব্যক্তিদের রাখার পর থেকে সেখানে তাদের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হওয়ার পর এক ভিন্ন ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। চারদিকে শুধুমাত্র কান্না এবং চিৎকার। প্রিয়জনকে হারিয়ে মহিলা পুরুষ একসাথে কান্নায় হেসে পড়েন। এক পরিবারের মাতৃ এবং কন্যা শিশু গুরুতরভাবে আইসিওতে ভর্তি হয়েছেন অথচ সেই মহিলার স্বামী ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন। মহিলার ছোট বোন কাঁদতে কাঁদতে বলেন দিদি জানতেই পারেননি যে তার স্বামী নবজিৎ শইকীয়া জীবিত নেই। একইভাবে এক মহিলা একটি ছোট্ট কন্যা শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন এই শিশুর দিদি মা বাবা তিনজনের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। এই ছোট্ট কন্যা শিশুটি কিছুই বুঝতে পারেনি। কান্নায় চোখের জল ভাসিয়ে এই প্রশ্ন মহিলার প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবার এই শিশুটি কার ভরসায় থাকবে। তাছাড়া কামারবন্দার বচাভরুলুয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনার পর এক শোকাকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গ্রামের প্রতি মহিলা পুরুষ গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। প্রতিদি বাড়িতে মহিলাদের কান্নার রোল পড়ে যায়। দুর্ঘটনার নিহত হওয়া এক পরিবারের মৃত্যুর খবর সেখানে এক বাড়িতে রোগাচ্ছন্ন মহিলা জানতে পারেননি। নিজের পুত্র পুত্রবধূ হারালেও এই মহিলাকে এখন দুর্ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানাতে পারেননি গ্রামবাসীরা।

অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে হাসপাতালে মরণোত্তর পরীক্ষার পর ১১ টি মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়। কোনো সাংস্কৃতিক প্রকল্প হাসপাতাল কিংবা বিদ্যালয় নির্মাণ করার জন্য গ্রামের চল্লিশ বিঘা কৃষি জমির মধ্যে ২০ বিঘা জমি রাখা ছিল। কিন্তু শেষে এই ২০ বিঘা জমির মধ্যেই একসঙ্গে ১১ টি চিতা বানিয়ে প্রতিটি মৃতদেহ একসঙ্গে সৎকার করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা ভাবতেই পারেননি যে যে তাদের রেখে দেওয়া এই ২০ বিঘা জমিতে অবশেষে মৃতদেহ সৎকার করার জন্য শ্মশানে রূপান্তর করা হবে। বাসের চালক মৃদুল বরাও নিহত হওয়ার পাশাপাশি কয়লার ট্রাকের চালক নুর আলম হক একইভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। মরণোত্তর পরীক্ষার পর ট্রাকের চালকের মৃতদেহ তার আত্মীয়স্বজনরা হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেছেন। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ১১ টি চিতার মুখাগ্নি করেন। তবে মৃতদেহ গ্রামে আসার আগেই কৃষিমন্ত্রী মন্ত্রী অতুল বরা সেখানে উপস্থিত হয়ে নিহত এবং আহত পরিবারের সদস্যদের শোকের সমভাগী হওয়ার প্রয়াস করেন। এমনকি তিনি মুখাগ্নি করার সময়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।তাছাড়া বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া সেখানে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী অতুল বরার সঙ্গে গ্রামবাসীদের পাশে এসে দাঁড়ান। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় দুজনে একই ধরনের মন্তব্য করে বলেন এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সান্তনা দেওয়ার মতো ভাষা তাদের নেই। কিন্তু এরপরেও তারা এখানে এসে তাদের এই গভীর দুঃখের মুহূর্তের মধ্যে গ্রামবাসীদের কাছে দাঁড়িয়েছেন।

ঘন কুয়াশায় যাতায়াত না করে সূর্য ওঠার পর যাত্রা করা উচিত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, এক্ষেত্রে পুলিশের এসওপি জারি

দেরগাও এর ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ, মৃতকের পরিবারের জন্য দু'লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকার সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পিকনিকে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোলেও মাঝপথে প্রাণ হারালেন ১২ জন ব্যক্তি। এরমধ্যে রয়েছে তিনটি নিস্পাপ শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোর ৪ঃ৩০ টা থেকে ৫ টা নাগাদ। গোলাঘাট থেকে বগীবিলের উদ্দেশ্যে যাওয়া পিকনিক যাওয়া দলটির বাসের সঙ্গে দেরগাও এলাকায় যোরহাটের দিক থেকে আসা কয়লা ভর্তি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে বনভোজ করতে যাওয়া একদল লোকের এভাবে এক অকল্পনীয় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে নিহত এবং আহত হওয়ার পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। অসমের সর্ববৃহৎ এক সড়ক দুর্ঘটনা। নতুন বছরে পিকনিকে যাওয়া বাসের সঙ্গে কয়লার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। তবে এই সংঘর্ষের ফলে নজিরবিহীন ভাবে তিনটি শিশু সহ মোট ১২ জন মহিলা পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে বাস এবং ট্রাকের দুইজন চালকও রয়েছেন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার ফলে আহত হয়ে বর্তমান বর্তমান চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩০ জন। এদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা অতি সঙ্কটজনক। এমনকি উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য গুরুতর আহত তিনজনকে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ঘন কুয়াশায় যাতায়াত না করে সূর্য ওঠার পর যাত্রা করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্যের পরেই অসম পুলিশ এই সংক্রান্তে তড়িঘড়ি এক এসওপি জারি করেছে। তাছাড়া নজিরবিহীন এই ভয়ংকর দুর্ঘটনার জন্য শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রপদি মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে শুধুমাত্র শোক প্রকাশ নয় সঙ্গে প্রতি মৃতকের পরিবারের জন্য দু'লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে ব্যস্ত থাকলেও এদিন ভোরে সংঘটিত এই দুর্ঘটনা সংক্রান্তে অনবরতভাবে খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রক্ষা করে এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রযোজনীয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এরপর সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন সব থেকে বড় বিষয় হলো এই ঘন কুয়াশার মধ্যে পিকনিকে যাওয়ার জন্য যাত্রা করা ঠিক নয়। ইতিমধ্যে অসম পুলিশ এসওপি জারি করেছে। এই এসওপি অনুযায়ী কুয়াশা থাকা সময় গাড়িতে এভাবে পিকনিকের জন্য যাতায়াত করা যাবে না। সূর্য ওঠার পর বেরোতে হবে এবং ফের কুয়াশা শুরু হওয়ার আগে পিকনিক দলকে ফিরে আসতে হবে। তিনি বলেন কুয়াশার জন্য সড়কের সাংকেতিক চিহ্নগুলো পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রযোজন অনুসারে সড়কের বিভিন্ন স্থানে সাংকেতিক চিহ্ন লাগানো থাকে। কিন্তু কুয়াশার মধ্যে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া মূল সমস্যা পিকনিকে যাওয়া এই বাসটি ভোর সাড়ে তিনটা চারটার সময় বেরিয়ে পড়েছিল। সে সময় ব্যাপক কুয়াশা থাকার ফলে কিছুই দেখা যায় না। এই অবস্থায় যাতায়াত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ফলে সূর্য উঠার পর যাত্রা শুরু করার জন্য পিকনিক পার্টিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন দুর্ঘটনার সময় ছিল প্রায় পাঁচটা। সে সময় যানজট কিংবা ট্রাফিক মুভমেঃট খুব বেশি ছিল সেটাও নয়। সেখানে শুধুমাত্র সেই বাস এবং ট্রাকটি ছিল। এরপর দুটি বাহনের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। অন্যথায় সেই ট্রাকটি ছিটকে সড়কের বাইরে চলে যেতে পারে না। তবে কোথাও না কোথাও ভুল অবশ্যই রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন সে দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশে সড়ক নির্মাণকার্য অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনাটি খতিয়ে দেখার জন্য পরিবহন বিভাগ কমিশনারকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। লিড এজেন্সির হেডকেও সেখানে যেতে বলা হয়েছে। গৌরব উপাধ্যায় এবং শংকর জৈন সহ জাতীয় সড়ক সংস্থার অফিসারদেরও ইতিমধ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। সেটা চলবে। তাছাড়া যেকোনো ধরনের তৎপরতায় ও মৃত ব্যক্তিদের প্রাণ ফিরে আসবে না। ফলে কেন এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেটা বের করা অত্যন্ত প্রযোজন। তাছাড়া এক্ষেত্রে প্রযোজন পড়লে সরকারের তরফে এফআইআর রজ্জু করা হবে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কিংবা বিভাগ যদি দোষী বের হয় সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মিনিট টু মিনিট এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে খবর নেওয়ার পাশাপাশি ঘন্টায় তিনবার চারবার করে ফোন করেছেন বলে, জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

দেরগাঁও এ সংগঠিত ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা সারা দেশ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রপদি মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করে শোক প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া প্রতি মৃতকের পরিবারের জন্য দু'লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সহ একই সঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা এক্ষেত্রে শোক প্রকাশ করে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার সদগতির কামনা করেছেন এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফেও গোলাঘাট জেলার দেরগাঁও সংঘটিত ভয়ানক সড়ক দুর্ঘটেনার ক্ষেত্রে শোক প্রকাশ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। অন্যদিকে আম আদমি পার্টি এই ঘটনার শোক প্রকাশ করেছে। এই ধরনের ভয়ংকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেটার জন্য জাতীয় সড়ক, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতিকরণের সঙ্গে প্রযোজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অসম সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেছে দলটির সভাপতি।

তবে নতুন বছরের শুরুতেই এক ভয়াবহ নজিরবিহীন সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নানা তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। পিকনিক দলকে নিয়ে যাওয়া টাটা স্টার আল্ট্রা বাসটির ফিটনেসের ম্যাদ গত ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বরে শেষ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। কাগজে কলমে এই বাসটির মালিক নগাঁও এর নবজ্যোতি ভরদ্বাজ। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে নবজ্যোতি ভরদ্বাজ ২০১৮ সালে দেরগাঁও এর বিপিন দত্তকে এই বাসটি বিক্রি করেছিলেন। তবে এই বাসের বিপরীতে ব্যাংকে ঋণ থাকার জন্য এই বাসটি বিভিন্ন দপ্তর নামে পঞ্জিয়ন করা যায়নি। তাছাড়া দুর্ঘটনায় পতিত এই বাসের বীমা ম্যাদ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে এই বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িত ১২ চাকার কয়লা ট্রাকটি কয়লা ভর্তি করে মার্গেরিটা থেকে দেরগাঁও অভিমুখী কিভাবে বিনা বাধায় আসছিল সেটা নিয়েও স্থানীয় মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

টুকরো খবর

ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি ২৫ টির বেশি আসন দখল করবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

তিনটি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে পাহাড়ে উন্নয়নের বার্তা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আগামী ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতির তিন দিনের সফর এবং মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার ১০ দিনের প্রচার অভিযান অব্যাহত থাকার মধ্যেই তিন চার দিনের সফল সূচি নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় এসে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনটি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে পাহাড়ে উন্নয়নের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন ২৮ টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৫ টির অধিক কেন্দ্র দখল করবে বিজেপি। তাছাড়া ছয়টি কেন্দ্রে ইতিমধ্যে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত নতুন বছরে শুরুতে লোকসভা নয় বরং আপাতত ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন ঘিরে জমে উঠেছে রাজ্যের রাজনীতি। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ছাড়াও সরকারের ১০-১২ জন মন্ত্রী ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও নির্বাচনের প্রচার অভিযানে অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য দুজন করে বিধায়ক নিযোগে করেছে রাজ্য বিজেপি। তবে শাসক পক্ষের এই ধরনের তৎপরতাকে দলটির ভয় বলে অভিহিত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা। তাছাড়া এই দুজন নেতা মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে বিজেপি এবং সরকারের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তবে বিরোধী পক্ষের এই সমালোচনাকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার ডিমা হাসাও জেলায় উপস্থিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এদিন এসেই তিনটি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন। এরই মাঝে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন শান্তিপূর্ণ ডিমা হাসাওতে বর্তমান উন্নয়নের গঙ্গা বইছে। ফলে এই নির্বাচনে বিজেপি জেলাটির স্বশাসিত পরিষদ দখল করবে বলে দৃঢ় সুরে ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি হিসাব করলে ইতিমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করা ছয়টি আসন নিয়ে হিসাব করবেন। এবার বেঁচে যাওয়া ২২ টি কেন্দ্রের মধ্যে যদি বিজেপি ২০ টিতে জয়লাভ করতে সক্ষম হয় তাহলে মোট আসনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২৬। তাছাড়া ১৯ টি কেন্দ্রে জিততে পারলে আগের ৬ টি কেন্দ্র মিলিয়ে মোট জয়লাভ করা আসনের সংখ্যা ২৫ টি হবে। ফলে ২৫ এর অধিক আসন দখল করা এবার নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গরমপানি কেন্দ্রে আজ পর্যন্ত বিজেপি জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি। প্রতিদিন নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত হতে হয় এবং নির্দলীয় প্রার্থী জয়লাভ করেন। তবে এবার এ কেন্দ্রে জয় সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাছাড়া নির্দলীয় প্রার্থীরা যদি নির্বাচনের সময় সাহায্য না করেন তাহলে পরে বিজেপিতে এসে কোনও লাভ হবে না। অন্যদিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচার অভিযান চালিয়ে জনসভায় নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন ডিমা হাসাও জেলার সড়ক নির্মাণএবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৪০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপে এখানে উন্নয়নের গঙ্গা বইছে বলেও মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ডিমা হাসাও জেলায় ব্যাপক বন্যা এবং ঝড় তুফান হয়েছিল। সেই সময় হেলিকপ্টার মাধ্যমে সেনাবাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়েৎ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছিল। তাছাড়া এই জেলার রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে হাফলং রেল স্টেশন পুনঃনির্মাণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার সম্পূর্ণ ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক নির্মাণ করার জন্য অর্থাৎ নিউ হাফলং থেকে জাটিঙ্গা, লোয়ার হাফলং থেকে হাফলং ইত্যাদি সড়কের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারকে চার হাজার কোটি টাকা অনুমোদন জানিয়েছেন। এক দুই টাকা নয় চার হাজার কোটি টাকার অনুমোদন জানানো হয়েছে। ফলে ডিমা হাসাওতে বিজেপির সরকার কিংবা স্বশাসিত পরিষদ গঠন হলে সেই সরকারও স্থানীয় এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকারও এই এলাকার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্য সরকারের নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এবার এরমধ্যে ডিমা হাসাও জেলার যুবকযুবতীদের এক্ষেত্রে সংকোচ পরিত্যাগ করে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রথমবার ডিমা হাসাও জেলার যুবকযুবতীরা সরকারি চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন। এই চাকরির জন্য কোথাও এক টাকাও উৎকোচ দিতে হচ্ছে না। এবার আরো ৩৫ হাজার চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। একই সঙ্গে অসম পুলিশের ১০ হাজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ফলে এবার ডিমা হাসাও জেলার বেকার যুবকযুবতীরা যেন এক্ষেত্রে আবেদন করেন। অসম সরকারের চাকরির ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়ার জন্য যুবক যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এর আগে পার্বত্য উপজাতির কোটা খালি পড়ে থাকতো। এবার এই জেলার যুবকযুবতীরা যেন এর সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। সরকারি চাকরির জন্য প্রত্যেকে যেন আবেদন জানান এই আহবান করেছেন তিনি। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলার মহিলাদের নতুন করে অরুণোদয় এবং রেশন কার্ড দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া দিয়ামরাইত সড়ক নির্মাণের জন্য ২৫ কোটি টাকার অনুমোদন জানিয়েছেন তিনি। একইভাবে ২০২৬ সালের আগেই এই জেলায় একটি নতুন মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের পর ১০০০ অরুণোদয় শুধুমাত্র এই জেলার মহিলাদের জন্য দেওয়া হবে। এরপর ১০০০ মহিলার ব্যাংক একাউঃেট ১২৫০ টাকা করে প্রতি মাসে ১ তারিখে জমা পড়ে যাবে। দিয়ামরাইত এলাকায় যাদের রেশন কার্ড নেই তিন মাসের মধ্যে সেটা তাদের দেওয়া হবে বলে এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভারতের পিচ নিয়ে মুখ বন্ধ করতে বললেন রোহিত

কেপটাউন ঃ ভারতের পিচ নিয়ে অভিযোগ তোলা বন্ধ করলে কেপটাউনের নিউল্যান্ডসের মতো উইকেটে খেলতে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ভারত ও ভারতের বাইরের উইকেটের ক্ষেত্রে আইসিসির 'দ্বিচারিতা'র সমালোচনা করে ম্যাচ রেফারিদের 'চোখকান' খোলা রাখতে বলেছেন তিনি।

নিউল্যান্ডসে ইতিহাসের সবচেয়ে কম বলের টেস্টের পর সংবাদ সম্মেলনে এ সব কথা বলেন রোহিত। কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টটি ৬৪২ বলের (১০৭ ওভার) মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। দেড় দিনের মধ্যে দুই দলের ৩৩ উইকেট পতন হওয়া ম্যাচটিতে ৭ উইকেটে জিতেছে ভারত।

নিউল্যান্ডসের উইকেটে প্রথম দিনের প্রথম সেশন থেকেই অসম বাউন্স, সুইং ও সিম মুভমেন্ট দেখা গেছে। যা ব্যাটসম্যানদের জন্য রীতিমতো 'বধ্যভূমি'তে পরিণত হয়। অতীতে ভারত নিজেদের মাটিতে স্পিনিং উইকেট তৈরি করে বেশ কয়েকবার সমালোচিত হয়েছিল। আড়াইতিন দিনের মধ্যে খেলা শেষ হওয়া বেশ কয়েকটি টেস্টের পিচকে 'বাজে' আখ্যাও দিয়েছে আইসিসি। সে সব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আজ ক্ষোভই ঝেড়েছেন ভারত অধিনায়ক, 'আমরা দেখেছি এই ম্যাচে কী ঘটেছে। পিচ কেমন আচরণ করেছে। সত্যি বলতে কি, যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভারত নিয়ে মুখ বন্ধ রাখছে, ভারতের পিচ নিয়ে বেশি কথা বলা বন্ধ রাখছে, এ ধরনের উইকেটে (নিউল্যান্ডসের মতো) খেলতে আমার আপত্তি নেই। এখানে আমরা নিজেদেরই চ্যালেঞ্জ জানাতে এসেছি। হ্যাঁ, এটা বিপজ্জনক, এটা চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু অন্যরা যখন ভারতে যায়, তারাও চ্যালেঞ্জ সঙ্গে করেই যায়।'

গত ১৯ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামকে 'গড়পড়তার নিচে' বলে রেটিং দিয়েছিল আইসিসি। মাসখানেকের বেশি সময় এ নিয়ে চুপ থাকলেও আজ প্রসঙ্গটি তুলে ম্যাচ রেফারিদের কাজের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোহিত, 'আমরা যেখানেই যাই, নিরপেক্ষতা বজায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ম্যাচ রেফারিরা। কিছু ম্যাচ রেফারির পিচ রেটিং করার সময় চোখ খোলা রাখার দরকার। আমার এখনো বিশ্বাস হয় না, বিশ্বকাপ ফাইনালের উইকেটকে গড়পড়তার নিচে বলা হয়েছে। একজন ব্যাটসম্যান (ট্রাভিস হেড) শতক করেছিল। এই উইকেট কীভাবে বাজে হয়?'

পিচ রেটিংয়ের ক্ষেত্রে আইসিসি ম্যাচ রেফারিরা যেন দেশ বিবেচনায় না নেন, সেই আহবান জানিয়ে রোহিত বলেন, 'ম্যাচ রেফারিদের পিচ রেটিং করা উচিত কী দেখেছেন তার ভিত্তিতে, দেশ দেখে নয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি তাদের চোখকান খোলা থাকবে। আন্তরিকভাবেই বলছি, আমি এ ধরনের পিচের পক্ষে। এ ধরনের পিচে খেলে নিজেদের আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই। তবে সব সময় নিরপেক্ষতা চাই।'

বিভিন্ন সময়ে ভারতের পিচকে 'বাজে' রেটিং দেওয়াটা যে রোহিতের বেশ অপছন্দ হয়েছে, সেটিও তুলে আনেন অন্য এক প্রশ্নে, 'ম্যাচ রেফারি কীভাবে পিচ রেটিং প্রস্তুত করেন, আমি সেটা দেখতে চাই। কারণ মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, কেপটাউন, সেঞ্চুরিয়ন, সবই ভিন্ন ভেন্যু। কন্ডিশনও ভিন্ন। আমরা জানি, ভারতে প্রথম দিন থেকে বল স্পিন করে। যেটাকে বলা হয়, ঠিক নয়। কিন্তু বল যদি প্রথম দিন থেকে সিম করে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আপনাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। নয়তো এই পিচগুলোকেও খারাপ বলতে হবে।'

নিজের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে নানা ধরনের পিচ দেখার অভিজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করে রোহিত বলেন, 'আপনি যদি চান বল শুধু প্রথম থেকে সিম করবে, কিন্তু টার্ন করতে পারবে না, আমার মতে এটা ভুল। আমি যথেষ্ট পরিমাণের ক্রিকেট দেখেছি। দেখেছি এই ম্যাচ রেফারিরা এবং আইসিসি রেটিংয়ের ক্ষেত্রে কী করে। তারা কীভাবে রেটিং দেবে সেটা নিয়ে আমার সমস্যা নেই। কিন্তু যেটাই করেন, সবকিছুতে নিরপেক্ষ থাকুন।'

দেড় দিনে শেষ হয়ে যাওয়া কেপটাউন টেস্টের আগে জোহানেসবার্গে ইনিংস ও ৩২ রানে হেরেছিল ভারত। রোহিতের দল সিরিজ ১-১ সমতা নিয়ে দেশে ফিরছে। ২০১০-১১ মৌসুমের পর এই প্রথম ভারতের কোনো দল দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ ড্র করে যাচ্ছে। রোহিতের মতে ভারত এখন যে কোনো কন্ডিশনে ভালো করার মতো দলে পরিণত হয়েছে, 'কন্ডিশন ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিন হলেও বোলারদের সঠিক জায়গায় বল করতে হয়েছে। আর ব্যাটিংয়েও প্রথম ইনিংসে এক শ রানের লিড নিতে পেরেছি আমরা। পৃথিবীর এই প্রান্তে খেলাটা সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু চারপাঁচ বছরে আমরা খুব ভালো দল হয়ে উঠেছি। এখানে এসে এ ধরনের জয় পাওয়াটা আমাদের যেকোনো কন্ডিশনে ভালো করার মতো আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে।'

'ভুল' স্বীকার করেই টেস্ট ছাড়লেন এলগার

কেপটাউনঃ প্রথম টেস্টে পাওয়া চোট টেম্বা বাভুমাকে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট থেকে ছিটকে ফেলে। বাভুমার দুর্ভাগ্য ডিন এলগারকে সুযোগ করে দেয় ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটা অধিনায়ক হিসেবে খেলার। ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটা অবশ্য অম্লমধুর কেটেছে এলগারের। কেপটাউনের নিউল্যান্ডসে ২ দিনের মধ্যে তাঁর দল ৭ উইকেটে হেরে গেছে ভারতের কাছে। তবে ভারতের যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে যৌথভাবে সিরিজসেরা হয়েই ক্যারিয়ারটা শেষ করেছেন এলগার। খালি চোখে এটাকে (নিউল্যান্ডসের পিচ) ভালোই মনে হয়েছিল। কিন্তু সবাই যেমনটা ভেবেছিল, আসলে পিচ সে রকম ছিল না। আমাদের জন্য বিষয়টি খুব কঠিন ছিল। কেপটাউনে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন নিজেদের প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৫ রানে অলআউট হওয়ার পর এলগারের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে খুব। এমন পেসসহায়ক উইকেটে টসে জিতে কেন ব্যাটিং নিলেন এলগার এমন এক প্রশ্নের উত্তরে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক।

ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে এলগার বলেছেন, 'খালি চোখে এটাকে (নিউল্যান্ডসের পিচ) ভালোই মনে হয়েছিল। কিন্তু সবাই যেমনটা ভেবেছিল, আসলে পিচ সে রকম ছিল না। আমাদের জন্য বিষয়টি খুব কঠিন ছিল।' প্রথম টেস্ট জিতে ইতিবাচক মনোভাব নিয়েই কেপটাউনে খেলতে নেমেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু ম্যাচ শেষে ফিরতে হয়েছে হতাশা নিয়েই। প্রথম ইনিংসই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছে, ম্যাচ শেষে এমনটাই বলেছেন এলগার, 'আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়েই এ ম্যাচ খেলতে নেমেছিলাম। ব্যাট হাতে প্রথম ইনিংসটাই আমাদের শেষ করে দিয়েছে। ভারত কন্ডিশনটাকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে।' ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটা ব্যাট হাতে একদমই ভালো কাটেনি এলগারের। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১৫২ টেস্ট ইনিংসে ৩৭.৯২ গড়ে ৫৩৪৭ রান করা এলগার কেপটাউনে দুই ইনিংস মিলিয়ে করেছেন মাত্র ১৬ রান (৪ ও ১২)। প্রথম ইনিংসে ২ রানে আউট হওয়া আরেক ওপেনার এইডেন মার্করামের দুর্দান্ত এক শতকে অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল প্রোটিয়ারা। কিন্তু বুমরার অসাধারণ বোলিংয়ে খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি তারা। বুমরা ৬১ রানে ৬ উইকেট নিয়ে প্রোটিয়াদের গুটিয়ে দিয়েছেন ১৭৬ রানে। এই রান ভারত টপকে যায় মাত্র ১২ ওভারে, ৩ উইকেট হারিয়ে। সব মিলিয়ে এই সিরিজে ১২ উইকেট পেয়েছেন বুমরা। তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে সিরিজসেরার পুরস্কার জেতা এলগার আগের ম্যাচে খেলা একমাত্র ইনিংসে ১৮৫ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়েছিলেন ইনিংস ও ৩২ রানে।

পাকিস্তানের সমস্যা ফিল্ডারে নয়, প্রথম স্লিপে

মেলবোর্ন (ওয়েবডেস্ক) ঃ আমের জামালের বলে উসমান খাজার ক্যাচ মিস। প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো আবদুল্লাহ শফিক খাজার টপ এজড হয়ে ওঠা ক্যাচটি নিতে পারেননি।

দ্বিতীয় টেস্ট, মেলবোর্ন

এবারও আবদুল্লাহ শফিক। শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে ডেভিড ওয়ার্নারে সহজ ক্যাচ কীভাবে প্রথমে স্লিপে দাঁড়ানো শফিকের হাত ফসকাল, সেটা নিয়ে গবেষণাই হতে পারে।

তৃতীয় টেস্ট, সিডনি

আবারও ওয়ার্নার জীবন পেলেন। এবার চরিত্র বদল। প্রথম স্লিপে দাঁড়িয়ে সহজ ক্যাচ ছাড়লেন শফিকের ওপেনিং সঙ্গী অভিষিক্ত সাইম আইয়ুব।

অর্থাৎ শফিককে সরিয়েও কোনো কাজ হয়নি। পাকিস্তানের ফিল্ডাররা স্লিপে দাঁড়িয়ে সহজ ক্যাচ ছেড়েই যাচ্ছেন। তাই মজা করে কোনো পাকিস্তানি সমর্থক প্রশ্ন তুলতেই পারেন, সমস্যাটা কোথায়, ফিল্ডিং পজিশনে নাকি ফিল্ডারে? সালমান আগাও যেন সেই পাকিস্তানি সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন! সংবাদ সম্মেলনে এই পাকিস্তানি অলরাউন্ডার বললেন, সমস্যাটা ওই পজিশনেই। কথাটা অবশ্য মজা করেই বলেছেন। সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংসে অর্ধশতক করেছেন সালমান। এরপর বল হাতে অফ স্পিনে ফিরিয়েছেন বিদায়ী টেস্ট খেলা ওয়ার্নারকে (৩৪)। জায়গামতো থাকলে সালমান হয়তো এর আগেই ওয়ার্নারকে আউট করতে পারতেন। ২০ রানে থাকা ওয়ার্নার আমের জামালের বলে ক্যাচ দিয়েছিলেন প্রথম স্লিপে। আজ পাকিস্তানের হয়ে প্রথম স্লিপ সামলাচ্ছিলেন সালমান। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য তিনি মাঠের বাইরে যাওয়ায় স্লিপে দাঁড়ান অভিষিক্ত আইয়ুব, আর তখনই ক্যাচ ফেলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই দিন শেষে পাকিস্তান দলের সংবাদ সম্মেলনে ক্যাচিং নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সেই প্রশ্নের উত্তরে সালমান কিছুটা মজা করলেও স্লিপ ক্যাচিংয়ে পাকিস্তানের ইতিবাচক দিকেও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'সাইম স্লিপ ক্যাচিং অনুশীলন করছে। আমার মনে হয় প্রথম স্লিপ পজিশনেই কোনো ঝামেলা আছে (হাসি)। আমি যখন অল্প সময়ের জন্য মাঠের বাইরে যাই, ক্যাচ উঠবে ভেবে বাবর দ্বিতীয় স্লিপে দাঁড়িয়েছিল। যারা ক্রিকেটে চোখ রাখে, তারা জানে দ্বিতীয় স্লিপের দিকেই বেশি ক্যাচ যায়।'

এরপর সালমান যোগ করেছেন, 'ক্যাচ ফেলা খেলারই অংশ। অস্ট্রেলিয়ারও ক্যাচ ফেলেছে, এটা যে কারও সঙ্গে হতে পারে। স্লিপে কোনো ক্যাচই সহজ নয়, কারণ খুব বেশি সময় পাওয়া যায় না। আমরা স্লিপে অনেক ক্যাচ নিয়েছিও, সেটা নিয়ে কেউ কথা বলে না।' গত বছরটা বাবরের ভালো যায়নি। টেস্টে ৯ ইনিংসে বাবরের রান ছিল মাত্র ২০৪, গড় ২২.৬৬। অথচ ২০২২ সালে টেস্টে বাবর রান করেন ৬৯.৬৪ গড়ে। ১৭ ইনিংসে ৪ শতক ও ৭টি অর্ধশতক। এ বছরও বাবরের শুরুটা ভালো হয়নি। সিডনিতে প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে প্যাট কামিন্সের বলে আউট হন। ছন্দহীন বাবরের পাশেই আছে দল, এমনটাই জানিয়েছেন সালমান। তিনি বলেছেন, 'যেকোনো ক্রিকেটারেরই খারাপ সময় আসতে পারে। বাবর পাকিস্তানের হয়ে যতটা পারফর্ম করেছে, তাতে এই খারাপ সময়টুকুতে কিছু আসেযায় না। আমরা তার ফর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন নই। কীভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হবে, সেটা সে জানে। যেভাবে সে ব্যাটিং নিয়ে কাজ করছে, আমার মনে হয় এটা সময়ের ব্যাপার। খুব শিগগির বাবরের কাছ থেকে বড় শতক দেখবেন।'

সবচেয়ে ছোট টেস্টে বড় সব রেকর্ড

লন্ডন ঃ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম টেস্ট দেখল ক্রিকেট। দুই দিনের মধ্যে শেষ হওয়া কেপটাউন টেস্টে খেলা হয়েছে ৬৪২ বল। ভেঙে গেছে ৯২ বছর আগের রেকর্ড। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের স্থায়িত্ব ছিল ৬৫৬ বল। হারজিত দেখা টেস্টগুলোই শুধু জায়গা পেয়েছে এই রেকর্ডে।

কেপটাউন টেস্টটা দুই দিনে শেষ হওয়া ২৫তম টেস্ট। এর ১১টিতেই একটি দলের নাম দক্ষিণ আফ্রিকা। ওই ১১ ম্যাচের ৯টিতে হেরে দুই দিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট হারার রেকর্ডও প্রোটিয়াদের। দুই দিনের মধ্যে টেস্ট সবচেয়ে বেশি ৯ বার জিতেছে জিতেছে ইংল্যান্ড (১৩ ম্যাচে) ও অস্ট্রেলিয়া (১২ ম্যাচ)। ভারত এমন ম্যাচ খেলেছে তিনটি, জিতেছে তিনটিতেই।

১ ঃ সপ্তম চেষ্টায় প্রথমবার কেপটাউনে টেস্ট জিতল ভারত।

২৮১ ঃ ম্যাচে ভারতের খেলা বল। হারজিত দেখা টেস্টে যা তৃতীয় সর্বনিম্ন। এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা খেলেছে ৩৬১ বল। যেটি আছে ১৭ নম্বরে। এক টেস্টে সবচেয়ে কম বল খেলার রেকর্ডে সবার ওপরে দক্ষিণ আফ্রিকাই। ১৮৯৬ সালে পোর্ট এলিজাবেথে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হেরে যাওয়া টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ২৪৮ বল খেলতে পেরেছিল স্বাগতিকেরা। দুইয়ে ইংল্যান্ড। ১৯৩৫ সালে ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জয় পাওয়া ম্যাচটিতে ইংল্যান্ডকে খেলতে হয় ২৭৬বল।

১২ ঃ রান তাড়ায় ১২ ওভারেই জিতেছে ভারত। টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ৭০ বা এর রানের বেশি লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের ঘটনায় যা চতুর্থ দ্রুততম। রেকর্ডটা ভারতেরই। ১৯৬৫ সালে দিল্লিতে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ৭০ রানের লক্ষ্য ৯.১ ওভারেই পেরিয়ে যায় ভারত।

৬০.২২ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে শতকরা হিসাবে এইডেন মার্করামের রান। টেস্টে পূর্ণাঙ্গ ইনিংসে যা দক্ষিণ আফ্রিকার রেকর্ড। দলের ১৭৬ রানের মধ্যে ১০৬ রান করা মার্করাম ভেঙেছেন হার্বি টেলরের রেকর্ড। ১৯১৩ সালে ডারবানে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা করে ১৮২ রান, যার ১০৯ই ছিল টেলরের (৫৯.৮৯)।

২০ ঃ টেস্টে তৃতীয়বার ম্যাচের ২০টি উইকেটই পেলেন ভারতের পেসাররা। এর আগে ২০১৮ সালে জোহানেসবার্গ ও ২০২১ সালে ট্রেন্ট ব্রিজে ২০ উইকেট নিয়েছেন ভারতীয়

৬ ঃ মোহাম্মদ সিরাজের পর যশপ্রীত বুমরা টেস্টে দ্বিতীয়বার ভারতের দুই পেসার এক ম্যাচে ইনিংসে ৬ উইকেট পেলেন। প্রথমবার ২০১৪ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভুবনেশ্বর কুমার (৬৮২) ও ইশান্ত শর্মা (৭৭৪)।

ইরানে মাদক পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, বলেছে রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম

তেহরান (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম মঙ্গলবার জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে মাদক পাচারকারী ৯ জন দোষীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে ইরান। সর্বোচ্চ সংখ্যক মৃত্যদণ্ড কার্যকর করার নিরিখে ইরান বিশ্বের অন্যতম দেশ। এই দেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা বলেছে, হেরোইন ও আফিম কেনা ও পাচারের অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আরদাবিল প্রদেশের এক কারাগারে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। এই সংস্থা আরও বলেছে, মেথঅ্যামফেটামাইন, হেরোইন ও ক্যানাবিস পাচারের দোষে বাকি ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড পৃথকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। আফগানিস্তান ও ইউরোপের মধ্যে আফিম চোরাচালানের প্রধান যাত্রাপথেই অবস্থিত ইরান। আফিম ব্যবহারে ইরান বিশ্বের শীর্ষস্থানে থাকা দেশগুলির অন্যতম। ২০২১ সালে মাদক ও অপরাধ বিষয়ক জাতিসংঘের দফতরের উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, ইরানে ২৮ লক্ষ মানুষের মাদকজনিত সমস্যা রয়েছে। মাদকের অপব্যবহার ও চোরাচালান রুখতে ইরানের কর্তৃপক্ষ একাধিক প্রচারণা চালিয়েছে এবং প্রতিবেশী আফগানিস্তান থেকে পাচার হয়ে আসা বিপুল পরিমাণ আফিম বাজেয়াপ্ত করার কথা নিয়মিত ঘোষণা করা হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জুন মাসে জানিয়েছিল, ২০২৩ সালের প্রথম পাঁচ মাসে মাদকসংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কমপক্ষে ১৭৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরানের কর্তৃপক্ষ।

এই সংস্থা আরও যোগ করেছিল, এই সময়কালে ইরানে যত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এই সংখ্যাটি তার দুই-তৃতীয়াংশ। ইরান বলেছে, চূড়ান্ত আইনি প্রক্রিয়ার পরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এবং মাদক পাচারের বিরুদ্ধে এ এক জরুরি পদক্ষেপ।

অ্যামনেস্টির বক্তব্য অনুযায়ী, চীন ছাড়া অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ইরান। নরওয়েভিত্তিক ইরান হিউম্যান রাইটস গোষ্ঠী নভেম্বরে বলেছে, ২০২৩ সালে এই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ৭০০ জনের বেশি মানুষের উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে যা আট বছরে সর্বোচ্চ।

হামাসের সিনিয়র নেতা নিহত, গাজায় আরও ইসরাইলি হামলা

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গাজা ভূখণ্ডে বুধবার আবার বিমান হামলা শুরু করেছে ইসরাইল। হামাসের এক সিনিয়র নেতা বৈরুতে ড্রোনের আঘাতে নিহত হওয়ার পর ইসরাইলি সেনা বাহিনী বলেছে, লেবাননের হেজবুল্লাহ জঙ্গি গোষ্ঠীর সম্ভাব্য পালটা হামলার আশঙ্কায় তারা তীব্র সতর্কতা বজায় রেখেছে।

হামাস ও এই অঞ্চলের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সালেহ আল-আরোরির হত্যার জন্য ইসরাইলি ড্রোন হামলাকে দায়ী করেছে।

হামাসের মতো হেজবুল্লাহও ইরানের মদতপুষ্ট একটি জঙ্গি গোষ্ঠী। যুক্তরাষ্ট্র এই হেজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অক্টোবরে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত বরাবর ক্রমাগত রকেট নিক্ষেপ করছে এই গোষ্ঠী।

হামাসের পলিটবুরোর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন আরোরি এবং এদের সামরিক শাখা কাসাম ব্রিগেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। ৭ অক্টোবরে ইসরাইলি ভূখণ্ডে অতর্কিতে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল এই ব্রিগেড। 'রিওয়ার্ড ফর জাস্টিস' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আরোরি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য গত বছর ৫০ লক্ষ ডলার পুরস্কারের ঘোষণা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

আরোরির হত্যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ইসরাইলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হ্যাগারি বলেন, আজ রাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলার বিষয়টি হল, আমরা হামাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংকল্পবদ্ধ এবং এতে আমরা অবিচল থাকব।

ইসরাইলের অধিকৃত পশ্চিম তীরে হামাসের নেতৃত্বে ছিলেন আরোরি। ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে অক্টোবরে জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের হামলার অনেক আগেই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আরোরিকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন।

লেবাননের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, সে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলীতে জনবহুল এলাকায় হামাসের একাধিক দফতরে হামলা চালানোয় চারজন নিহত হয়েছে।

হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়ে মঙ্গলবার টিভিতে সম্প্রচারিত এক ভাষণে বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা শাসন করতে কোনও একক ফিলিস্তিনি প্রশাসনের বিষয়ে রাজি আছেন। গাজা শাসন করে হামাস এবং ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীরে কিছু সরকারি কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ।

হানিয়ের এই অবস্থানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্যের মিল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও চায়, গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ন্ত্রণ করুক ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। তবে, নেতানিয়াহু এই অবস্থানের বিরোধী।

যুক্তরাষ্ট্র জোর দিয়েছে যে, যুদ্ধোত্তর প্রশাসনে ফিলিস্তিনিদের অংশগ্রহণ করতে হবে। তবে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা আগামীতে কী হবে তা এখনও অস্পষ্ট।

টুকরো খবর

'গ্রহসনের নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না' ঃ আব্দুল মঈন খান

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেছেন, প্রহসনের নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ আর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। বুধবার (৩ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লিফলেট বিতরণকালে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, (২০২৩ সালের) ২৮ অক্টোবর বিএনপির শান্তিপূর্ণ সমাবেশে দমন-পীড়ন চালিয়ে সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আব্দুল মঈন খান বলেন, জনগণ আমাকে জিজ্ঞেস করে, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর আমরা কী করব? আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এই সরকারকে বুঝতে হবে, ২০২৪ ও ২০১৪ একই নয়। এবার এমন হবে না যে, তারা (সরকার) ভুয়া ও বিদ্বেষমূলক নির্বাচন করে আবারও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য তাদের রক্ত দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি রাজপথে বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড মোকাবিলা করে দেশের ১৮ কোটি মানুষের জন্য গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। আব্দুল মঈন খান বলেন, প্রার্থীরা যেদিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সেদিনই একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কে কোন আসনে এমপি হবেন তা সরকার এরই মধ্যে ঠিক করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ভুয়া নির্বাচনের ভুয়া ফলাফল নিয়ে একদলীয় সংসদ ও সরকার গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের নামে তারা প্রহসন ও নাটক করছে। দেশের বাইরের সব নামকরা গণমাধ্যম এক বাক্যে বলছে, বাংলাদেশে যে নির্বাচন হচ্ছে তা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বর্তমান সরকার এর মাধ্যমে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে চায়। আব্দুল মঈন খান বলেন, তাদের দল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন দেখতে চায়। তিনি বলেন, বিএনপি সহিংসতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। আমরা কখনই সংঘাতের রাজনীতি এবং অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা চাই বাংলাদেশের জনগণ শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এ দেশে পরিবর্তন আনুক, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করুক। এ ছাড়া, সকালে রাজধানীর মতিঝিলের এজিবি কলোনি বাজারে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ৭ জানুয়ারি জোরপূর্বক একতরফা নির্বাচন করতে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এই একতরফা ডামি নির্বাচনকে না বলার জন্য আমি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ৭ জানুয়ারি কেউ ভোটকেন্দ্রে যাবেন না। আমাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য আমরা তাদের (আওয়ামী লীগ) প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছি। রিজভী বলেন, সরকার আরও লুটপাট ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নির্বাচন আয়োজন করছে। এদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) স্বাধীন ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে বলেই নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বুধবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, যেখানেই নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে, সেখানেই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা তাদের কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে আছেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিশ্ববাসী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে একটা ভালো নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবে। যেখানে জনমত বিজয়ী হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত এখন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে লিফলেট বিতরণ করছে। তারা ব্যর্থতা ও ভুলের চোরাবালিতে আটকে গেছে। এখান থেকে তারা বের হতে পারছে না। তাদের নেতিবাচক কর্মসূচি, নাশকতা, অবরোধ জনগণ অগ্রাহ্য করেছে। বিএনপি সহিংসতা করবে না বললেও সেটা সত্যি কথা কি না সেটা বলার সুযোগ নেই। কারণ তারা বলে একটা, করে আরেকটা। খবর পাচ্ছি তারা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দ্বিমুখী ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, ড. ইউনুসের মামলার রায় প্রসঙ্গে বাংলাদেশের মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। কিন্তু ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে সে বিষয়ে কেন কথা বলছে না। তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেনি।

'৭ জানুয়ারির নির্বাচন হবে দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক' ঃ শেখ হাসিনা

ঢাকা ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি ৭ জানুয়ারি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন চান এবং দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এটি মাইলফলক স্থাপন করবে। তিনি বলেন, জনগণ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে এবং তাদের বিজয়ী করবে। এটাই আমাদের লক্ষ্য। বুধবার (৩ জানুয়ারি) আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলা শাখা কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাঁচটি জেলা ও একটি উপজেলায় দলের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্যে এ কথা বলেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এই নির্বাচন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত করবে। শেখ হাসিনা বলেন, সবাইকে মনে রাখতে হবে, এই নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে অনেক খেলা খেলতে চায়। তিনি বলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না, তারা জয় বাংলা স্লোগান ও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে, তারা দেশকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি বলেন, তারা এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, কেউ যেন আর এ ধরনের খেলা খেলতে না পারে তা নিশ্চিত করা। শেখ হাসিনা বলেন, জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। এখানে, কেউ কাউকে প্রতিরোধ করতে পারে না। আমি কোনো ধরনের সংঘাত চাই না। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের স্লোগান হচ্ছে, আমি যাকে চাই তাকে ভোট দেব। শেখ হাসিনা বলেন, সুতরাং দয়া করে আপনার পছন্দ মতো ভোট দিন, তবে আমি কোনো বিশৃঙ্খলা চাই না। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে এবং সবাইকে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমাদের সেই পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। রেললাইনসহ বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তিনি আবারও বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াতের অপকর্মের জবাব দিতে হবে বাংলাদেশের জনগণকে। তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে আমরা সফল হব এবং জনগণই বিজয়ী হবে। বিএনপি-জামায়াতের নৃশংসতার উপযুক্ত জবাব দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকায় ভোট দিয়ে দলের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দেওয়া জরুরি। এটাই আমরা চাই। শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় সব আসনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী রয়েছে এবং মনোনয়ন না পাওয়া দলের প্রার্থীদের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উন্মুক্ত করা হয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
05:01:2024

ভোটের দিন হরতাল ডেকেছে বিএনপি

ঢাকা : বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিনসহ দুই দিন হরতাল ঘোষণা করেছে। সাতই জানুয়ারির ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে শনিবার ছয়ই জানুয়ারি থেকে আটই জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ঘোষণা করেছে বিএনপি। ছয়ই জানুয়ারি সকাল ছয়টা থেকে বিএনপির এই কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ইউটিউবের এক জরুরী সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন। তবে, এর আগে ভুল করে ছয়ই ডিসেম্বর বলা হয়েছিলো বলে রুহুল কবির রিজভী সংশোধনী দিয়েছেন একটি ইউটিউব চ্যানেলে। এছাড়া আরেকটি প্রেস রিলিজে গাইবি জানুয়ারি মিছিল ও গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি। এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আবেদ আওয়ামী সরকারের পদত্যাগ, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে শুক্রবারের কর্মসূচি দেয়া হয়েছে'। সাম্প্রতিক গত ২৪ ঘণ্টায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৮৫ জনের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মোট ১১টি মামলায় ১৬৮ জনের বেশি নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে।

পশ্চিমা দেশে চীনের শিক্ষার্থীরা যেভাবে 'ভার্চুয়াল অপহরণে'র শিকার হচ্ছে

বেইজিং (এজেন্সী)ঃ ওয়াশিংটনে থাকা চীনের দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসরত তাদের নাগরিক বিশেষ করে শিক্ষার্থীদেরকে 'ভার্চুয়াল কিডন্যাপিং' বা 'ভার্চুয়াল অপহরণে'র বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৭ বছর বয়সী কাই ঝুয়াং নামে একজন চীনা তরুণকে উটাহ্ অঙ্গরাজ্যের বনাঞ্চল থেকে উদ্ধার করার পর এক বিবৃতিতে এই পরামর্শ দেয় চীনা দূতাবাস। ওই তরুণকে একটি অস্থায়ী ক্যাম্পসাইট থেকে উদ্ধার করা হয়।

ওই তরুণের বাবামা তার স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে, তাদের কাছে একটি ছবি পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে। ওই ছবিতে মনে হচ্ছে যে তাদের ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, সাইবার অপহরণের শিকার ভুক্তভোগীদেরকে নিজেদের একাকী করে ফেলতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া তাদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে এমন সব ছবি তুলতেও বাধ্য করা হয়।

যদিও সেখানে অপহরণকারীরা সশরীরে থাকে না। তবে তাদের উপর ফেসটাইম ও স্কাইপে ব্যবহার করে নজর রাখা হয়।

ভুক্তভোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্য, দুই পক্ষকেই বোঝানো হয় যে তারা নির্দেশ মোতাবেক কাজ না করলে অপর পক্ষের ক্ষতি করা হবে।

চীনের স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এই প্রতারণার মাধ্যমে কাইয়ের পরিবারকে চীনের কয়েকটি ব্যাংক হিসাবে ৮০ হাজার মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে বাধ্য করা হয়।

কাই ঝুয়াং সাইবার কিডন্যাপিংয়ের শিকার বলে অভিযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত বিভাগ এফবিআই'এর তথ্য অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অন্তত দুই দশক ধরে ভার্চুয়াল কিডন্যাপিং বা ভার্চুয়াল অপহরণের সাথে পরিচিত।

এটা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি হচ্ছে একটি অবৈধ উপায় যার মাধ্যমে প্রিয়জনকে উদ্ধারে একটি মুক্তিপণ দিতে ভুক্তভোগীদের বাধ্য করা হয়।

স্বজনদের বোঝানো হয় যে মুক্তিপণ না দিলে সহিংসতা বা মৃত্যুর মুখে পড়তে পারে অপহরণের শিকার ব্যক্তি।

এফবিআই বলছে, চিরাচরিত অপহরণ ঘটনার মতো, ভার্চুয়াল অপহরণকারীরা প্রকৃতপক্ষে কাউকে অপহরণ করে না।

এর পরিবর্তে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসার আগেই প্রতারণা এবং হুমকির মাধ্যমে তারা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক একটি মুক্তিপণ আদায় করে নেয়।

চীনা শিক্ষার্থীদের কোথায় টার্গেট করা হচ্ছে?

পুলিশ বাহিনীর মতে, পশ্চিমা দেশগুলোতে থাকা চীনের বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে টার্গেট করছে সাইবার অপহরণকারীরা। গত ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের সাউথ ইয়র্কশায়ার পুলিশের প্রতারণা বিরোধী সমন্বয়ক দল বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা জারি করে। বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থীরা ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলের শেফিল্ডে যাচ্ছিলো তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

এই সতর্ক বার্তায় বলা হয়, এই প্রতারণার জন্য মূলত যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়নরত চীনা শিক্ষার্থীদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা একজন প্রতারকের কাছ থেকে একটি ফোনকল পায়। যে নিজেকে চীনের দূতাবাস, অভিবাসন ও শুল্ক বিভাগ বা চীনের পুলিশ বা রয়াল মেইলের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দেয়।

তারা দাবি করে যে, তারা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধের বিষয়ে তদন্ত করছে এবং এটি নিশ্চিত হতে তারা চীনের একটি ব্যাংক হিসাবে বড় অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর করতে বলে।

সাউথ ইয়র্কশায়ার পুলিশ বলছে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা ভুক্তভোগীদের হুমকি-ধামকি দিয়ে নির্দেশ মানতে বাধ্য করে। আরো বলা হয়, অপরাধীরা এই ঘটনাগুলো কাউকে বলতেও নিষেধ করে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের (এনএসডাব্লিউ) পুলিশ সতর্ক করে বলে যে, ভার্চুয়াল অপহরণ ক্রমাগত আরো জটিল রূপ লাভ করছে।

এনএসডাব্লিউ পুলিশের ডিটেকটিভ সুপারিন্টেনডেন্ট জোসেফ ডুয়েইহি বলেন, এই প্রতারণা কার্যক্রম শুরু হয় চীনের মূল ভূখণ্ডে।

প্রতারকরা নানা কৌশলে ভুক্তভোগীদেরকে চীনা কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য হিসেবে অভিনয় করতে বাধ্য করে এবং এরপর আরেক জন নতুন ভুক্তভোগীর কাছে যেতে রাজি করায়।

এক সংবাদ সম্মেলনে মি ডুয়েইহি বলেন, এই প্রতারণার আওতায় প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এবং বিদেশে ভ্রমণ করতেও বাধ্য করে। যেটা আমরা আগে কখনো দেখিনি। এমন কী আমাদের কিছু ভুক্তভোগী থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়াতেও গিয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও ভ্রমণ করেছে।

অস্ট্রেলিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা এবিসি নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের বরাত দিয়ে বলেছে, শুধু অক্টোবরেই অন্তত তিনটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে ২০-২৩ বছর বয়সীদের সাথে অপরাধী চক্র চীনা কর্তৃপক্ষ সেজে যোগাযোগ করেছে।

ভুক্তভোগীদেরকে তিন লাখ ৩৮ হাজার ৮৮০ ডলার করে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল। তা না হলে তাদেরকে চীনে ফেরত পাঠানো হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তারা একটি অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

সিডনিতে একটি ঘটনায় ২০ বছর বয়সী একজন তরুণকে হাতকড়া পড়ানো হয়েছিল। তাকে একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে করে অ্যাডিলেইড ও ভিক্টোরিয়াতে গিয়ে সম্ভাব্য আরো ভুক্তভোগীদের কাছে সাংহাই পুলিশের তরফ থেকে কথিত 'দাপ্তরিক নথি' পাঠাতে বাধ্য করা হয়েছিল।

ওই তরুণের পরিবারকে এক লাখ ৩৫ হাজার ৭৩০ মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা সেটা না করে এনএসডাব্লিউ পুলিশকে খবর দেয়।

২০২০ সালে এ ধরণের অন্তত আটটি ঘটনা নিশ্চিত হওয়ার পর এনএসডাব্লিউ পুলিশ একটি সতর্কতা জারি করে।

সেখানে বলা হয়, এসব 'ভার্চুয়াল কিডন্যাপিং বা অপহরণের' ঘটনায় ১৩ লাখ ৫৫ হাজার ৫৩৮ মার্কিন ডলার মুক্তিপণ দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে আসলে এমন কোন অপহরণের ঘটনাই ঘটেনি।

২০২০ সালের এপ্রিলে সিডনির শহরতলিতে একটি ঘটনা ঘটে। সে সময় রাইড পুলিশকে জানানো হয়েছিলো যে, এক চীনা নারী শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা মনে করে যে তাকে অপহরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মুক্তিপণ হিসেবে দুই লাখ তিন হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। অপহরণকারী চীনের পুলিশ কর্মকর্তা সেজে ফোন করে এই মুক্তিপণ দাবি করেছিল।

এ ঘটনায় তদন্তের পর ওই নারীকে একদিন পর তার বাড়ি থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। ২০২৩ সালের অগাস্টে জাপান টাইমস এক প্রতিবেদনে বলে, একই ধরণের ঘটনায় জাপানে কিছু চীনা শিক্ষার্থীকে প্রতারকরা ব্ল্যাকমেইল করেছে।

একটি ঘটনায় একজন নারী চীনা শিক্ষার্থীর বাবামা জানান, তারা চীনের একটি অ্যাকাউন্টে ৪২ হাজার ৩০০ ডলার পরিশোধ করেছে। এর আগে তাদের মেয়ের একটি ছবি তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ছবি দেখে মনে হচ্ছিলো যে, তাদের মেয়েকে মারধর করা হয়েছে।

পরে জানা যায়, ওই শিক্ষার্থীকে এক ব্যক্তি ফোন করে হুমকি দিয়েছিল। ওই ব্যক্তি নিজেকে চীনের সরকারি নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল।

ওই ব্যক্তি ওই শিক্ষার্থীকে বলেছিলো যে, তার নামে একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তাই গ্রেফতারি এড়াতে যে অর্থ দরকার তা আদায় করতে তার বাবামায়ের কাছে একটি অপহরণের ঘটনা সাজানো উচিত।

পুলিশ চীনের বিদেশি শিক্ষার্থীদের তাদের কাছে আসা ফোনকলের বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

একই সাথে যে কোনও দাপ্তরিক আদেশ স্থানীয় দূতাবাসে যাচাই করতে বলা হয়েছে এবং যদি তারা প্রতারণার শিকার হয়েছে বলে মনে করে তাহলে পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ইরানে কাসেম সোলাইমানির সমাধির কাছে বিস্ফোরণ, নিহত কমপক্ষে ৮৪

তেহরান ঃ ইরানের জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যার চতুর্থ বার্ষিকীতে তার সমাধির কাছে দুটি বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ৮৪ জন নিহত হয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ মাধ্যম নিশ্চিত করেছে। কেরমান শহরে সাহেব আল জামান মসজিদের কাছে একটি মিছিলে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বহু মানুষ আহত হয়েছে। ভিডিওগুলোতে দেখা যায় রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে আছে এবং অ্যাম্বুলেন্স ছুটে যাচ্ছে ঘটনাস্থলে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এই 'সন্ত্রাসী হামলা'র সমুচিত জবাব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

দেশটির গত ৪২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী এই বিস্ফোরণের ঘটনার দায় তাৎক্ষনিকভাবে কেউ স্বীকার করেনি।

নিহতের সংখ্যা প্রথমে ১০৩ জন ও পরে ৯৫ জন বলে জানানো হয়েছিলো। পরে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছি কয়েকটি নাম ভুলক্রমে দুবার নিবন্ধিত হয়েছে।

এ ঘটনার জন্য আরব বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা ইসলামিক স্টেট বা আইএস এর মতো সুন্নি জিহাদি গ্রুপগুলোকে সন্দেহ করা হতে পারে। দেশটিতে এসব গোষ্ঠী গত কয়েক বছরে বেসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর কয়েকটি হামলা করেছিলো।

চার বছর আগে ২০২০ সালের জানুয়ারির শুরুতে ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী সেনা অধিনায়ক কাসেম সোলেইমানিকে হত্যা করা হয়। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় নিহত হবার আগে মি. সোলাইমানিকে ইরানে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার পরই অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সর্বশেষ বুধবারের হামলা এমন সময় হলো যখন ইরান সমর্থিত ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের একজন নেতাকে লেবাননে ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় হত্যার পর ওই অঞ্চল জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত টিভিতে যে ফুটেজ দেখানো হচ্ছে বিস্ফোরণ যখন হয় তখন মিছিলকারীরা কাসেম সোলাইমানিকে নিয়ে তৈরি করা ব্যানার বহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

এরপর লোকজনের চিৎকার শোনা যায়। একটি বিস্ফোরণের পর লোকজনকে ভয়ে ও আতংকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। কেরমান শহরের পূর্বাঞ্চলে সাহেব আল জামান মসজিদের কাছে কবরস্থান সংলগ্ন এলাকায় প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হয় স্থানীয় সময় বেলা তিনটার দিকে। এরপর পনের মিনিট পরেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এক কিলোমিটার দূর থেকে।

কেরমান প্রদেশের গভর্নর রাষ্ট্রায়ত্ত মিডিয়াকে বলেছেন দুটি বিস্ফোরণই সিকিউরিটি চেকপয়েন্টগুলোর বাইরে হয়েছে এবং এগুলো বোমা ছিলো বলেই কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়েছেন।

তবে এসব বোমা দূর নিয়ন্ত্রিত ছিলো নাকি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা ঘটিয়েছে সেটি এখনো পরিস্কার নয় বলে জানান তিনি।

ইরানের বিপ্লবী গার্ডের সহযোগী কট্টরপন্থী সংবাদ সংস্থা তাসনিম সূত্র উদ্ধৃত করে বলেছে, 'দুটি ব্যাগে করে আনা বোমা' কার্যত 'রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটানো' হয়েছে।

আমরা কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটি গাড়ি এসে হুট করে আমাদের পেছনে দাঁড়ায় এবং ময়লার বাক্সে করে আনা বোমা বিস্ফোরিত হয়,একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে ইসনা বার্তা সংস্থা।

আমরা শুধু বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি আর লোকজনকে পড়ে যেতে দেখেছি।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাহরাম ইউনোল্লাহি বলেছেন, ৮৪ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়াও ২১১ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২৭ জনের অবস্থা গুরুতর। ইরান রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, নিহতদের মধ্যে একজন স্বাস্থ্যকর্মীও আছেন যিনি প্রথম বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন।

দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ ভাহিদ বলেছেন, দ্বিতীয় বিস্ফোরণেই বেশিরভাগ মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে।

একই সঙ্গে হামলার সঙ্গে কারা জড়িত তা খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। বুধবার সন্ধ্যায় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এক বিবৃতিতে নিহতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করেন। শয়তান ও ইরানের শত্রুরা আরও একটি দুর্যোগের জন্ম দিয়েছে এবং কেরমানে অনেক মানুষকে শহীদ করেছে, বিবৃতিতে বলেন তিনি। যাদের হাতে নিষ্পাপ মানুষগুলোর রক্ত লেগে আছে বা যেসব খারাপ মানুষগুলো এ নিষ্ঠুরতার জন্য দায়ী তাদের শিগগিরই যথাযথ শাস্তি দেয়া হবে। তাদের জানা উচিত এই দুর্যোগ আল্লাহর ইচ্ছায় সমুচিত জবাবে পরিণত হবে, বলেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি 'ইরান বিদ্বেষী অপরাধী এবং সন্ত্রাস ও অন্ধকারের ভৃত্যদের পরিচালিত বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা'কে কাপুরোষচিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরানে সাবেক ব্রিটিশ দূত রব ম্যাকাইর বিবিসিকে বলেছেন, কারা ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা পরিস্কার নয়। সেখানে অনেক বিরোধী গোষ্ঠী আছে যাদের এসব ঘটানোর সামর্থ্য আছে। আমার মনে হয় না এটা সরকার বিরোধী কোন হামলা, কিন্তু এটা উত্তেজনা বাড়িয়ে দেবে। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি শোকাহত পরিবার, ইরানের জনগণ ও সরকারের প্রতি তার সমবেদনা জানিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামলার নিন্দা করে ইরানের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে।